শ্রীশ্রীজগদীশ্বরায় নমঃ।

আইন দর্পণ নামক গ্রন্থঃ।

L R.17

অর্থাৎ

রাজস্ব সম্পর্কীয় চলিত আইন ও সদর আদালতের
সরকিউলর চিঠি এবং নিষ্কর বৃত্তি ভোগি
দিগের নিমিত্তে যেং আইন চলিত
আছে তাহা সংক্ষেপে
সংগৃহীত হইয়া
ইদানিন্ত

জ্ঞানকৌমুদী প্রেসে প্রকাশিত হইল এই পুস্তক যাহার
প্রয়োজন হইবেক তিনি মোং কলিকাতার শোভা
বাজারের বটতলার উত্তরাংশে তত্ত্ব করিলে
পাইবেন।

ইতি তারিখ ২৫ আষাঢ় সন ১২৫৯ সাল সোমবার

প্রকরণ	পৃষ্ঠা
ক্রয় কারি নিয়োগ করণ	১
অযথার্থ কাগজ দাখিল করিলে দণ্ড	ঐ
বিনা সনন্দে ক্রয় করিতে নিষেধ	ঐ
ভূম্যাধিকারির আদেশব্যতীত পাট্টা না দেওয়া	২
অধিক উসুলের নিষেধ	ঐ
মাথট নিষেধ	ঐ
প্রজাদিগকে পাট্টা নাদিলে দণ্ড	৩
খাজানার রসীদ নাদিলে দণ্ড	ঐ
জমীদারের ক্ষতি নিষেধ	ঐ
নীলাম খরীদার ভূম্যধিকারির বিষয়	৪
জমা বেশি বিবরণ	ঐ
উত্তমর্ণাদি পাট্টার বিবরণ	৫
জমীদারের বাকী আদায়	ঐ
জমীজমা ইজারা অধিকার করণ	৬
ক্রোক করণার্থ পোলীসের মদৎ	৭
ক্রোক বিক্রয়ের নিয়ম	৮
কালেক্টরিতে সোপর্দ্দ	৯
জমিদারের দ্রব্যাদি বিক্রয় নিষেধ	ঐ
ক্রোক খোলসা করণের বিবরণ	ঐ
লবণ সংক্রান্ত ক্রোক বিক্রয় বিষয়	১০
সরাসরি নালিশ বিবরণ	১১
কাগজের কারণ চাকরের নামে নালিশ	ঐ

প্রকরণ	পৃষ্ঠা
গর সরাসরি	১২
আগামি খাজানা দিতে নিষেধ	ঐ
প্রজা তলব	ঐ
দেবধর্ম্ম বিষয়	১৩
দশসালাবন্দবস্তি ভূমিতে সরকারের নির্দোষ	১৪
নিষ্কর ভূমির বিবরণ	১৫
তলব মতে দলিল না দিলে	১৬
রেজেষ্টরি করাভিন্ন দলিল অগ্রাহ্য	ঐ
ঐ নালিশের ইষ্টাম্প	১৭
আঙ্গরাজ বাজেয়াপ্তির কথকারি পাওন	ঐ
ঐ বিষয়ের আপীল	ঐ
আপীলকারির জামিন দিবার বিবরণ	১৮
নিষ্কর ভোগা রাজস্ব দিতে অস্বীকার করিলে	ঐ
লাখরাজদার ও ভোগির নাম খারিজ	১৯
পাট্টা ও সনন্দের বিবেচনা	ঐ
বাজেয়াপ্ত ভূমি জমীদারের দখলেরাখন	২০
বাজেয়াপ্ত ভূমির ছানি তজবিজ	ঐ
জামিনার আলাহিদা ইষ্টাম্পের হুকুম	ঐ
যে যে সন তারিখে যে দেশে সরকারে অধিকার	২১
নিষ্কর ভূমি যাহা বহাল থাকিবেক	ঐ
নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত হইলে দানি তজবীজ	২২
প্রধান সদর আমিনদিগের প্রতি	২৪

প্রকরণ পৃষ্ঠা
পত্তনি তালুক বহালের বিবরণ ২৫
পত্তনি ও দর পত্তনি তালুক স্থায়ি হওনের বিধান ২৬
পত্তনি তালুক খারিজ দাখিল দাখিল করণ বিষয় ২৭
নীলামী চিঠ। ২৮
নীলামের নূতন আইন ৩৫
আইন ঐ
সুদ ও জরীমানা রহিত ঐ
নীলামের নিরূপিত দিবস ঐ
জমা ধার্য্য নাহওয়া দেশে ওবারাণস্যে বর্জ্জিতকথা ৩৭
বাকী এই কথার অর্থ ঐ
বাকীপড়া সকল জমীদারীর নিলাম ঐ
কমিকরণ এবং জমাখরচে ভুক্তিয়ালওনেরদাওয়া ৩৮
বর্জ্জিত বিষয় ৩৯
মালিক ভিন্ন অন্য ব্যক্তির টাকা দেওন ৪১
আদালতের দ্বারা ক্রোক হওয়া জমীদারী ৪৩
নীলাম ক্ষমা ও বিশেষ নিয়ম ৪৪
নীলাম নিষেধ করণ ৪৫
নীলামের ক্রয় ৪৬
খরীদের বায়না ৪৭
খরিদের অবশিষ্ট টাকা ঐ
নীলামের এক্তেলায় পরপ্রজার খাজনা দেওয়াস্থগিত ৪৯
আপীল ৫০

প্রকরণ	পৃষ্ঠা
গবর্ণমেণ্ট জমীদারী ফিরিয়া দিতে পারেন	৫১
নীলাম যে সময়ে চুড়ান্ত হইবেক তাহা	ঐ
অধিকারের নিদর্শন	৫২
বিনামী খরীদ	৫৪
নীলাম অন্যথা হওনের এক্তেলা	৫৬
খরিদার ও য়ানীলাতের দাবী	ঐ
যে নিয়মে নীলাম অন্যথা হইতে পারে তাহার বিবরণ	৫৬
নীলাম অসিদ্ধ হইলে টাকা ফিরিয়া দেওন	৫৭
বাঙ্গলা প্রভৃতি দেশে খাজনা বৃদ্ধি করণ	৫৮
অন্য প্রকার পাট্টাদার	৬০
ছাড়ায় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বের পাট্টা বজায় রাখিতে পারেন	৬২
জমী দায়ি ক্রয় হওন	৬৪
বাকীখাজনা আদায়	৬৫
আদালতের অবজ্ঞা	৬৬
টাকা দেওনের ক্রটি	ঐ
ঐ আইন যে খানে ও যে তারিখে চলন হইবেক	ঐ
দেনা পাওনার রসিদের ইষ্টাম্প	৬৭
কোবালা ও দান পত্রাদির ইষ্ট্যাম্প	৬৮
পাট্টা কবুলতির ইষ্ট্যাম্প	৬৯
তমঃসুকের ইষ্টাম্প	৭০
নালিশি আরজীর ইষ্ট্যাম্প	৭১

ভূমিকা।

এই আইন দর্পণ জমীদার ও নানাপ্রকার ভূম্যাধিকারী ও ইজারদার ও কটকীনাদার মহাশয় ও তৎসম্বন্ধীয় আমলা মহাশয় দিগের আদায় তহসিল ও জমা বেশীকরণ ও ক্রোক বিক্রয় করিয়া লওন বাকী খাজনা দেওন বিষয়ে যে সকল আইন প্রচলিত আছে তাহা আর নিষ্কর ভূস্বামি মহাশয় দিগের ভূমি যে সন তারিখের যে রূপ সনন্দের যে রূপ প্রমাণ পূর্ব্বক ভোগ দখলে থাকিলে যে মতে বহাল থাকিবেক ও পতিত ভূমিতে আবাদ জারী করণের অনুমতি ও পাট্টা কবুলতির রসিদ কোবালার ইষ্টাম্প ইত্যাদি বিষয় সকলে যে সনের যে আইনে যে রূপে হুকুম আছে তাহার সার ও ফলিতার্থ যে কিঞ্চিৎ এই গ্রন্থে সংগৃহীত করিলাম গুণিগণ মহাশয়রা দৃষ্টি করিলে যদি কোন অংশে কিছু ব্যতিক্রম হইয়া থাকে তাহা স্বীয়গুণে শোধন করিয়া দিতে কৃপা করিবেন ইতি।

সংগ্রহকারক শ্রীযুত ঠাকুর দাস ঘোষ।

আইন দর্পণ নামক গ্রন্থঃ ॥

জমীদার ও তালুকদার দিগের নাএব ও কর্ম্ম চারি নিয়োগ করণের বিধি ।

কর্ম্মচারি নিয়োগ করণ ।

১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৬২ ধারার ১ । ২ প্রকরণে এতদাজ্ঞা আছে যে ভূম্যাধিকারিরা নিজ২ কারে প্রতিগ্রামে একং জন কর্ম্মচারি নিযুক্ত করিবেন এবং ঐ সকল কর্ম্মচারিরা তলবমতে হিসাব ও জমী জমার কাগজাত দাখিল করিবে ।

১৮১৭ সালের ১২ আইনের ৩ ধারায় অনুমতি আছে যে গ্রামের২ এক একজন কিম্বা বিষয় বুঝিয়া অধিকগ্রামে একজন অথবা একগ্রামে অধিকজন কর্ম্মচারি নিযুক্ত করিতে হইবেক ।

অযথার্থ কাগজ দাখিলকরিলেদণ্ড ।

১৮১৭ সালের ১২ আইনের ২৬ ধারায় আদেশ যে কোন কর্ম্ম চারি অযথার্থ কাগজ দাখিল করিলে তাহার দণ্ড দায়ের সায়েরি আদালতে হইবেক ॥

বিনা সনদে কর্ম্ম করিতে নিষেধ ।

১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৬৩ ধারায় আজ্ঞা আ

ছে যে ভূম্যধিকারির সনদ ব্যতীত কেহ খাজানা তহসীলের কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইবে না।

ভূম্যধিকারির আদেশ ব্যতীত
পাট্টা দেওনের নিষেধ।

১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫৭ ধারায় আজ্ঞা আছে যে প্রজার পাট্টাদি ইজারদার আপন মিয়াদের অতিরিক্ত মিয়াদে ভূম্যধিকারির অনুমতি ব্যতিরেকে দিবে না এবং সরবরাহ কারও কর্ম্ম চারিগণ আপন মনীবের অনুমতিতে পাট্টা দিতে পারিবেনা

জমীদারদিগের ইজারদার ও প্রজাদিগের স্থানে
ওজস্তা জমার অতিরিক্ত আদায়
নাকরিবার কথা।
অধিক উসূলের নিষেধ।

১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫২ ধারায় আদেশ আছে যে জমীদারেরা ইস্তমরারিবন্দোবস্তে গোল না রাখেন এবং প্রজাদিগের স্থান হইতে করারদাদের অতিরিক্ত আদায় না করেন্ যদ্যপি অতিরিক্ত আদায় সপ্রমাণ হয় তবে তাহার দ্বিগুণ দণ্ড দেওয়ান যাইবেক॥

মাথট নিষেধ।

১৭৯৩ সালে ৮ আইনের ৫৫ ধারায় আদেশ আছে, যে জমীদার ও তালুকদার ও পত্তনিতালুক

দার ও ইজারদার প্রভৃতিরা প্রজাদিগের স্থানে কোন বাবতে মাথট ইত্যাদি কিছু গ্রহণ করিতে পারিবেক না। যদ্যপি গ্রহণ করেন তবে তাহার তিনগুণ দণ্ড হইবেক, এবং যত দিবসের অদেয়া থাকে তত দিবসের ঐ প্রমাণে দণ্ড হইবেক।

প্রজাদিগকে পাটটা না দিলে দণ্ড।

১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫৯ ধারায় এতদনুমতি আছেঃ প্রজার মালগুজারির ধার্য্য হইলে যদি জমীদার ও তালুকদার ও ইজারদার তাহাকে পাটটা না দেন তবে ঐ প্রজা জেলার জজ সাহেবের সমীপে আবেদন করিলে তদ্যধিকারিদিগের দণ্ড হইবেক।

খাজানার রসীদ না দিলে দণ্ড।

১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৬৩ ধারায় আজ্ঞা আছে, মালগুজারির টাকা উসলকালীন কিস্তি কিস্ত প্রজা দিগকে রসীদ অর্থাৎ উসুলের কবজ দিবে যদি স্যাৎ রসীদ না দেওয়া প্রমাণ কৃত হয় তবে ঐ অপরাধে আসামীর দ্বিগুণ দণ্ড হইবেক।

জমীদারের প্রতি নিষেধ।

১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৬৬ ধারায় এতদাজ্ঞা আছে যে জমীদার ও তালুকদারেরা আদালত ও ফৌজদারি ও কালেকটরির মোকদ্দমাতে হস্ত না দেন, যদি দেন তবে আদালতের সাহেব তাহার

যোচিত জানেন তক্ত দণ্ড করিবেন ।

নীলাম খরীদারভূম্যধিকারিরবিষয় ।

জমীদারেরা আপন অধীন ইজারদার ও প্রজা দিগের স্থানে যদ্রূপে বেশী খাজানা তলব করিতে পারিবেন তাহার বিবরণ।

জমা বেশি বিষয়ে ।

১৮১২ সালের ৫ আইনের ৯ ধারার আদেশ মতে জমীদারেরা অধিন তালুকদার ও ইজারদার ও প্রজা দিগের নামে বেশী মালগুজারি তলবের পরিমাণ লিখিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে এত্তেলা দিবেন, না দিলে তলব হইবেক না।

২।৩ ধারায় আজ্ঞা আছে যে সনের বাকীর কারণ নীলাম হয় সে সনে বেশী হইবেক না। ১০ ধারায় অনুমতি এই রূপ এত্তেলা নামা না দিলে পূর্ব্বের করার দাদের বেশ খাজনার কারণ বস্তু ক্রোক কি করে ক কি দেওয়ানি আদালতে নালিশ করিলেও আদায় হইবেক না, যদি ইজারদার ও প্রজা প্রভৃতিরা হাজির হইয়া এত্তেলা নামা না লয় তবে তাহার বাসস্থানে লটকাইয়া দিবেক, অপর জমাথার্য্য নাক রে ও পাটটা না লয় তবে সদর দেওয়ানি আদালতের ১৮ ১৮ সালের ১৪ সেপটম্বরের সর কিউলর চিটির আজ্ঞা প্রমাণে নালিশ হইবেক।

ইস্তমরারি পাটার বিষয় ।

১৭৯৩ সালের ৭ আইন ২৯ ধারার ৫ প্রকরানুসারে ১০ সালা বন্দোবস্তের পুর্ব্বে ১২ বৎসর অবধি ষেছয়ে শমার ভোগ থাকিলে ঐ ভূমির উপর খেণী জমা হইবেকনা ॥

জমিদারের বাকী আদায়ের বিবরণ ॥

বাকী আদায়ে ক্রোক সাজওয়াল নিযুক্ত করণ ।

১৭৯৯ সালের ৭ আইন ১৪ ধারার ৬ প্রকরণের আজ্ঞা মত ইজারদার ও কটকীনাদার কোন ভূম্যধিকারির বাকী আদায় না করে তবে ঐ ভূম্যধিকারির ক্ষমতা থাকিবেক যে তাহার ইজারা কটকিনার মহাল ক্রোক করিয়া যত টাকা উসুল হইবেক তাহার মধ্যে তহশীলের খরচ ও বাকির সুদ বর্ত্তন করিয়া বাকি টাকা খাজানায় জমা করিবেক।

এবিষয় ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৮ ধারায় সুধরণ হইয়াছে ॥

১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৮ ধারায় ২ প্রকরণে আজ্ঞা আছে যে জমীদার ও তালুকদার লোক ইজারাদার প্রভৃতি দিগের বকেয়া/বাকি আদায় নিমিত্ত সরসরিতে দরখাস্ত দাখিল করিয়া দস্তক জারি করিবেক আসামী গেরেফতার হউক বা না হউক ক্রোক সাজোয়াল নিযুক্ত করিবেক কিন্তু ক্রোক সাজোওয়াল

নিযুক্তকরা ইচ্ছানুরূপমতে তাহাতে নিয়ম এই যে দস্তুরাতের লিখিত তৰ্জ্জবি খাজনা বাকি পড়নের সময়াবধি একমাস গত হইলে ক্রোক সাজোয়াল প্রেরণ করিতে পারিবেন ৷৷

জমীজমা ইজারা অধিকার করণ ৷

১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৮ ধারায় প্রকরণে আজ্ঞা আছে যে সরকারিতে বাকি সপ্রমাণ হইলে জমীদার ইজারা দেওয়া ভূমি এবং ৫ প্রকরণের আদেশ যে খোদকস্তা প্রজা ও বহুকাল নিবাসি কৃষি কর্ম্ম কারি লোকের নামে সরসাৰস্তে বাকির ফয়সালা হইয়া ঐ ফয়সালা যদি জারি না হইয়া থাকে অথবা বাকি আদায় না হয় তবে আর্থির সনেতে জমীদার ঐ বাকিদার প্রজার জমাই জমি ইত্যাদি অন্যব্যক্তিকে বিলি করিতে অনুমতি পাওনের বিষয়ে শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিলে পূর্ব্বদার আসামির কোন ওজর থাকিবেক না ৷

ক্রোক বিক্রয়ে মালগুজারির বাকি আদায়ের বিবরণ

ক্রোক ও বিক্রয় ৷৷

১৮ ৫ সাল ২ আইনের ধারার ১ প্রকরণে আদেশ আছে যে বাকী পড়নের কালাবধি ১২ মাস পর্য্যন্ত বাকীর নালিশ সরসরি হইতে পারিবেক এবং সদর দেওয়ানি আদালতের ১৮০৭ সালের ১১

ফেব্রুওয়ারির লিখিত চিঠিতে এবং ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ৪ ধারাতে আজ্ঞা আছে যে বাকীদার পুষ্যাও ইজারদার ও কটকিনাদারদিগের জামাদি ৫ দিনমিয়াদে ক্রোক করিবে এবং ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৩ ধারায় আজ্ঞা যে বাকিদার দিগের দুর্ব্যাদি ক্রোক করণের পূর্ব্বে কিম্বা ক্রোক করণের সময় জমাওয়াশীল বাকীর হিসাব সম্বলিত বাকীদারকে এত্তেলানামা দিবে বিনা এত্তেলা নামা ক্রোক বিক্রয় অসিদ্ধ।

ক্রোক করণার্থ পোলীসের মদৎ।

১৮১৭ সালের ২০ আইনের ২৭ ধারার ২ প্রকরণে আজ্ঞা আছে, ক্রোকের সহায়তা নিমিত্ত ক্রোক কর্ত্তা পোলীসের থানায় এই মতলবে দরখাস্ত দিবে যে ক্রোক করিতে বাকীদার দাঙ্গা ও আপত্তি করিবেক, সুকৃতি নামা দ্বারা এই দরখাস্ত দিলে দারোগা থানার পেয়াদা মদৎ দিবেন, এবং চতুর্থ প্রকরণের আজ্ঞা, যদি পেয়াদার এত্তেলায় দারোগা জানেন যে বাকীদার স্থাবরাদি বিষয় ক্রোক করিতে বল প্রকাশ করিতেছে তবে স্বয়ং দারোগা কিম্বা বর্খন্দাজ অথবা জমাদারকে পাঠাইয়া ক্রোক কর্ত্তার সহায়তা করিবেন যদি গুপ্তমাল তল্লাস করিতে অন্তঃপুরের দ্বার ভঙ্গ করিতে হয় তাহাতে সহায়তা করি

বেন এবং ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১১ ধারাতে আজ্ঞা আছে থানার দারোগা লোকের সহায়তা সর্ব্বদা করিবেন ॥

ক্রোক বিক্রয়ের নিয়ম।

১৭৯৯ সালের ৭ আইনের [redacted] ১৮১২ সালের [redacted] আইনের ১৪ ধারাতে আজ্ঞা আজ্ঞা আছে, স্থাবর দ্রব্যাদি ও লাঙ্গল প্রভৃতি ও কারুকর লোকের যন্ত্রাদি ক্রোক করিবেন না ক্রোক করিলেও বিক্রয় হইবেক না।

১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১০ ধারার আজ্ঞা প্রমাণ বাকী দারের দ্রব্যাদি বাটীর মধ্যে থাকিলে পোলীসের মদতের দ্বারা দ্বার খুলিয়া বাকীদারের স্ত্রী লোক সম্ভ্রম যুক্তা হইলে তাহার দিগকে বাটীর এক দেশে রাখাইয়া দ্রব্যাদি ক্রোক করিতে সমর্থ হইবে

১৮২১ সালের [redacted] আইনের আজ্ঞাক্রমে ক্রোকী দ্রব্যাদি বিক্রয়ের প্রার্থনায় মুনসেফ বা কমিসনর বা জজ সাহেব বা কালেক্টর সাহেবের সমীপে ক্রোকের দ্বিতীয় দিবস হইতে ৫ দিবস গতে ভূমির শস্য ক্ষেত্রে ক্রোক হইয়া খামারে আনীত হইলে পর পর দিবস হইতে ৫ দিবস গতে বিক্রয় করণের আবেদন বাকী পাওনেওয়ালা করিবে, নীলামের পূর্ব্ব দিবস বেবাক বাকী ক্রোকের খরচা সমেত দাখিল না করিলে নীলাম মৌকফ হইবেক না॥

কালেক্টরিতে সোপর্দ।

১৮৩১ সালের ৮ আইনের আজ্ঞা যে নাম ওয়াসিল বাকীর কারণ সরসরি রূপে বাধা হইবেক, তাহা কালেক্টর সাহেবের অধীনে হইতে পারিবেক।

জামিন দায়ের দ্রব্যাদি বিক্রয় নিষেধ।

১৭৯৩ সালের ৭ আইনের ৩ ধারার আদেশ আছে যে বাকী দায়ের সম্পত্তি থাকিতে জামিন দায়ের বিষয় বিক্রয় হইবেক না।

ক্রোক খোলাসা করণের বিষয়

ক্রোকি দ্রব্যাদি বাকীদারের খালাস করিবার বিবরণ।

১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৫ ধারার আদেশ আছে বাকীদার যদি ঐ বাকীর ওজোর রাখে তবে তাহার কর্ত্তব্য, যে ক্রোক কারক মনুষ্যের বা কমিশনার বা কালেক্টর সাহেবের হুজুরে ক্রোকের দ্বিতীয় দিবস হইতে ৫ দিনের মধ্যে বাকীর পরিমাণোপযুক্ত জামিন দিয়া এইপ্রকারে এক নিয়ম পত্র লিখিয়া দেয় যে ১৫ দিনের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের সমীপে অভিযোগ করিব বিচারানুসারে যতটাকা বাকী হইবেক তাহার বৃদ্ধি সমেত দিব এতদ্রূপ নিয়ম পত্র লিখিয়া দিলে ক্রোকি দ্রব্যাদি খালাস পাইবেক, পরন্তু ১৮৩১ সালের ৮ আইনের

১৬ ধারাতে এই আদেশ আছে যে যদ্যপি সমুদয় বাকীতে আপত্তি না থাকে তবে যাহা একতরফা অংশে তাহা দিয়া উক্ত রূপ এক নিয়ম পত্র লিখিয়া দিলে দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইতে পারিবেক যদ্যপি নিয়মিত দিনের মধ্যে অভিযোগ না করে তবে নিয়ম পত্র লিখিত ১৫ দিবস অতীত হইলে বাকীদার কিম্বা জমিনদার যাহার হউক এক ব্যক্তির দ্রব্যাদি ক্রোক হইয়া বিক্রীত হইবেক ইহাতে নিরাপরাধীতা সেই জামিনদার ক্রোকের খরচা সমেত সমুদায় বাকী কাছারিতে দাখিল না করিলে হইবেক না।

লবণ সংক্রান্ত ক্রোক বিক্রয় বিষয়।

১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ৫ ধারায় আদেশ আছে যদি কোন লবণ সংক্রান্ত ক্রোক হয় তবে কালেক্টর সাহেবকে সংবাদ দিবেক ১৭৯৩ সালের ২৯ আইনের ১৯ ধারার ২ প্রকরণে অনুমতি আছে যে সকল লোক নিমক পোক্তানির কার্য্যে নিযুক্ত আছে তাহারদিগকে ১ কার্ত্তিক অবধি আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত ভূম্যধিকারিরা খাজানা উসুলকারণ তলব করিতে পারিবেক না যদি কেহ দাবি রাখে তবে তাহারা বাকীদারের দ্রব্যাদি ক্রোক অথবা আদালতে নালিশ করেন আপন পাওনার ইকরারনামা লিখিয়া নিমক পোক্তানির সাহেবের নিকট পাঠাইবে তাহা

তে ঐ সাহেব উচিত হুকুম দিবেন ॥

সরসরি নালিশ বিষয় ॥

১৮১৬ সালের ১০ জুলাই লিখিত অদর দেওয়ানির এটিণ্ডিতে এই আজ্ঞা আছে যে আসামী জেলায় থাকিলে খোলাখাযুক্ত দস্তক জারি হইবেক ।

কাগজের নিমিত্ত চাকরের নামে সরাসরি ॥

১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ২০ ধারায় আদেশ আছে ভূম্যাধিকারি ও ইজারদার দিগের খাজনার নিমিত্ত অর্থাৎ মফস্বলি আমলার তহবীল বাকী না তাহার দিগের কাগজ বুঝাইবার জন্য বা নগদ টাকার জন্য উক্ত সরসরিতে নালিশ করিতে পারিবেক এবং তাহার দিগের নামে দস্তক ইত্যাদি জারি হইবেক এই নালিশের মিয়াদ ১২ মাস পর্য্যন্ত ।

১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৫ ধারায় আজ্ঞা আছে যে মালগুজারি তহশীল সংক্রান্ত সরসরি নালিশ কালেক্টর সাহেবের সমীপে হইবেক ৬ ধারায় আজ্ঞা আছে যে সরসরি কাগজাতের উপর হওয়া মত করণের মিয়াদ এক বৎসরের অধিক নহে ।

১৮৩১ সালের ৮ আইনের ১০ ধারায় আজ্ঞা আছে যে কালেক্টর সাহেবের নিকটে আর্জি জানাইতে সওয়ালির দাওয়ার নালিশ হইলে সাহেব উক্ত দরখাস্ত করিবেন যে সত্ত পুন বার সরসরি

দিয়াছে তাহাই দেওয়ানীর মৌজান নিমিত্ত এ ভয়স্থলক কয়েদখানায় থাকিলে বেশী দেওয়াই বেক না।

গর জামিনি।

১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৮ ধারার অর্থাৎ যাঁহে যে মালগুজারি দাওয়া যাহা সরকারে ... ক যায় এমত দাবি হয়কে সাহেবের ... শী আমলার হইতে হলে যে মুদ্দের উপর তাহা র পিছু মুদ্দের ইতাতে আরজী লিখিয়া দাখিল সংগ্রাহের আদালতে নালিশ করিতে পারিবেক।

১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৪ ধারার অর্থাৎ যে কালেক্টর সাহেবের হুকুম অনুসারে দায়। নি কয়সালা যাহা দিয়াছে তাহার উপর আপীল হইবেক, ঐ নালিশ আইন বর খেলাফ হইলে কয়সালা রদ হইবেক।

অগ্রিম খাজানা দিতে নিষেধ।

১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার প্রজারদিগকে নিষেধ আছে যে ভূম্যধিকারিদিগকে আগাম খাজানার টাকা দিবেক না দিলে আদালতে অধুয়া পাইবে না।

আসামি তলব করিবার বিবরণ।

[illegible]।

১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৮ প্রকরণে আ

জ্ঞা আছে যে ভূম্যধিকারী গণ বাকীর হিসাব ও মীমাংসা কারণ এতো মকদ্দমকে রুজু করিতে পারে বেক এই বিষয়ে আদালতের সাহায্য অপেক্ষা রাখিক না তাহাতে যাহার মোক্তারের অর্থাৎ আপত্তি করণ আদালতে প্রমাণ হইবে তাহার ভাঁজ ঐ আপত্তি কর্ত্তব্য হইবেক এবং জেলার দের জজ সাহেবের বিচারে অর্পিত হইবেক যদি জমীদার আপন ক্ষমতার অন্যথা ও [illegible] অন্যথায় কর্ম্ম করেন তবে তৎ পাত্তেশ্বহে অর্থাৎ খরচা ও খেসারৎ হয় তাহা জমিদারের দেনা হইবেক ও অগ্রিমানাদেওনের উপযুক্ত হইবেক।

বেদখল বিষয়।

জোমানা অন্য দ্রব্য ও ভূমি ইত্যাদি হইতে বেদখলেতে যে যে প্রকারে প্রাপ্তি নালিশ হইবেক।

১৭৯৩ সালের ৪৯ আইনে হুকুম কেহ দখলি ভূমি হইতে অন্যের দ্বারা বেদখল হইয়া বেদখলের তারিখ হইতে ৩ মাসের মধ্যে আদালতে নালিশ করিলে গ্রাহ্য হইবেক ঐ মেয়াদ গতে বিনা আদালত মতে নালিশ গ্রাহ্য হইবেক না।

১৮২৪ সালের ১৫ আইনে হুকুম দখল বেদখলের বাবৎ বিরোধ উপস্থিত হইলে ফৌজদারি [illegible] দিক হইয়া দখলিকারের দখলে থাকিতে [illegible]

ত্তের নালিশ হইলেও ঐ হুকুম রদ হইবেক না তা ৎপর্য্যবিশেষ।

১৮২৪ সালের ১৫ আইনে হুকুম জমী ও সীমানার হদ্দ ও ঘরবাটী ইত্যাদি দখল হইতে বেদখল ও নকাজারি ও জল ছেঁচিবার বিবাদ উপস্থিত হইলে মেজিষ্ট্রেট সাহেবের সমীপে ঐ বিবাদ উত্থাপিত হইলেক আর উভয়ের স্থানে দলিল ও সাবুত লইয়া যে পক্ষের দখল থাকার প্রমাণ হইবেক তাহারি দখলে ফয়সালা দিবেন ঐ ফয়সালার দ্বারা দেওয়ানী আদালতে নালিশ হওন ও চূড়ান্ত হুকুম ব্যতীত রদ হইবেক না।

মেজিষ্ট্রেট সাহেবের ঐ সরাসরি হুকুমের উপর ১ মাস মেয়াদ মধ্যে দায়ের সায়ের জজ সাহেবের নিকট আপিল হইবেক।

দশ সালা বন্দবস্ত ভুক্ত ভূমিতে সরকারের ক্ষমতা।

১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ১ প্রকরণে যে ভূমি দশ সালা বন্দোবস্ত ভুক্ত না হইয়া লোক সকলের ভোগ দখলে আছে তাহাতে সরকারের জমা মোকরর হইবেক।

ঐ আইনের ২ প্রকরণে হুকুম দ্বীপ ও চর নিকাশ পলস্তি ভূমি সকল সরকারে জমা নির্ধার্য্য হইবেক ১৮১৯ সালের ২২ অক্টোবর ইংরাজি ঐ কোম্

সেন্সের সেক্রেটরি শ্রীযুক্ত বেকম্যণ সাহেব শ্রীযুক্ত
ম গবরনর জেনরেল বাহাদুরের আদেশ মতে আমার
কীরেন জমিদার শ্রীযুক্ত রাজারামকৃষ্ণ ইত্যাদির দর
খাস্তের উত্তর প্রকরণে দশসালা বন্দোবস্ত বাদ স
র কারে ২ ৩ কড়া জমা নিরূপিত হইয়াছে এক্ষণে
ভূম্যাধি কারিরা যদি ঐ টাকা জমা অত্যয় করিয়া
থাকে তাহাতে সরকার দাওয়া করিবেন না।

১৮১৯ সালের ৯ আইনের ৩১ ধারায় হুকুম যে স
কল ভূমি দশসালা বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহার অ
ন্তঃপাতি পূর্ব্বকালের পতিত ও জঙ্গল ইত্যাদি সর
হদ্দের মধ্যে ছিল এক্ষণে ক্রমে আবাদ ও প্রশস্ত
বারি হইয়াছে কি হইতেছে তাহাতে সরকার দাওয়া
দার হোতা নহেন ঐ দশসালা বন্দবস্ত শামিল ভূম্যা
দি ভূম্যাধিকারির হক।

নিষ্কর ভূমির বিবরণ।

১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ২ ধারায় হুকুম কোং
বাহাদুরের দেওয়ানি হইবার অর্থাৎ ইং ১৭৬৫
সালের ১২ আগষ্ট মতাবকে ১১৭২ সালের ৩১ শ্রাব
ণের পূর্ব্বে যে সকল ভূমি নিষ্কর রূপে ব্যক্তি সকল
অবিবাদে ভোগদখলে কায়েম আছেন তাহা অসিদ্ধ
হইবার নহে। যদি কোন সনন্দে সরকারের কার্য্য
কারকের হুকুমে জমা ধার্য্য হইয়া থাকে কিম্বা দ

না পাইয়া থাকে অথবা দখল পাইয়া পুনর্ব্বেদখল হইয়া থাকে তাঁরে বহাল থাকিবেক না।

অতএব মতে দখিল না দিলে।

১৮১৯ সালের ২ আইনের ৫ ধারায় ৬ প্রকরণে আদেশ আছে যে খোদকস্ত জমীভোগীকে ঐ অন্দের কার্য্য কারক সাহেবের নিকট হইতে এত্তালা নামা দেওয়া গেলে পর হইতে নিরূপিত মিয়াদ মধ্যে দখল দাখিল না করিলে মোকদ্দমা একতরফা হইবেক বিশিষ্ট হেতু ব্যতীত দাখিল হইবেক না।

১৩ ধারার ২ প্রকরণে আজ্ঞা আছে ভূমি দখল করিয়া কালেক্টর সাহেবের হুজুরে দস্তাবেজ দাখিল ব্যতীত অন্য দখিল জজ সাহেবের আদালতে দাখিল করিতে গ্রাহ্য হইবেক না কিন্তু বিশিষ্ট হেতু না কালেক্টর সাহেবের জবাবে হেতু প্রকাশ থাকিলে করিবেন।

রেজেষ্টরি বিনা দলিল অগ্রাহ্য।

১৮১১ সালের ২ আইনের ২৮ ধারায় ১২ প্রকরণে লিখিত আছে যদি দিল্লীর বাদসাহী ফরমান কাজীর মার্ফত ইত্যাদি অর্থাৎ পূর্ব্বের অধিপতি দত্ত কোন দানপত্র প্রভৃতি হয়ে তাহাতে রেজেষ্টরি না থাকিলে কিম্বা রেজেষ্টরী বাহওয়ার বিশিষ্ট হেতু থাকিলে গ্রাহ্য হইবেক না।

ঐ নালিশের ইষ্টাম্প

১৮০২ সালের ৭ আইনের ৩০ ধারার ১ প্রকরণে আজ্ঞা আছে লাখেরাজ বাজেয়াপ্তির নালিশের আর্জী সাবেক্তা মত ইষ্ট্যাম্পে হইবেক যে ইষ্ট্যাম্প ভূমীর স্বত্ত্বের মোকদ্দমায় নিরূপিত আছে সরকার বাহাদুর ভিন্ন জমাদার ও তালুকদার নালিশবন্দ হইলে ঐ রূপ ইষ্ট্যাম্পের দরখাস্ত দিতে হইবেক।

লাখেরাজ বাজেয়াপ্তির রুবকারি পাওন।

বিষয়।

১৮২৮ সালের ৩ আইনের ১ প্রকরণে কালেক্টর সাহেব নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্তের আদেশ প্রদর্শিত করিলে তাহার রুবকারি সাদা কাগজে ঐ বিষয় সম্পর্কীয় ব্যক্তিকে দিবেন।

ঐ বিষয়ে আপীল করণের বিবরণ।

১৮২৮ সালের ৩ আইনের [illegible] ধারার ২ প্রকরণে লাখেরাজ জমির মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের ফয়সালায় অসম্মত হইলে ফয়সালা পাওনের তারিখ হইতে ২ মাসের মধ্যে কমিসনরে আপীল করিতে পারে মেয়াদ গতে বিশিষ্ট হেতু দর্শাইলে কমিসনর সাহেব মঞ্জুরির একতার রাখেন আপীল ইচ্ছুক ব্যক্তি চাহে কমিসনরের নিকট দরখাস্ত করে অথবা মেয়াদ মধ্যে আপীলের দরখাস্ত কালেক্টর সাহেবের হুজুরী

লীপে দাখিল করিলে ঐ সাহেব শ্রীযুক্ত কামসনর সা
হেবের নিকট পাঠাইবেন।

আপীল কারির জামিন
দিবার বিষয়।

১৮২৮ সালের ৩ আইনের ৪ ধারায় ৩ প্রকরণে কা লেকটর সাহেব আপন ফয়সলাসকসাথে বাজেয়াপ্ত ভূমির রাজস্ব মোকরর জন্যে ক্রোক করিবেন। যদি আসামী আপীল করণ হেতুক এই একরারে জামিন দেয় যে যদি সরকারের রাজস্ব মোকরর হয় পরে যত টাকা জমা হইবেক কালেকটর সাহেবের নিষ্পত্তির তা রিখাবধি ঐ জমা আমি দিব তবে ক্রোক করণে ক্ষান্ত হইবেন।

নিষ্করভোগী রাজস্ব দিতে
অস্বীকার করিলে।

১৮২৮ সালের ৩ আইন ১০ ধারা ২ প্রকরণে যে জু মিতে সরকারের রাজস্ব মোকরর হইবার হুকুম হই বেক যদি দখিলকার তাহা কবুল করিতে অস্বীকৃত হয় তবে কালেকটর সাহেব যে রূপে বুঝেন জমা বন্দবস্ত ক রিবেন পরে নিষ্কর ভোগীর প্রতি নিষ্কররূপে থাকনের চূড়ান্ত হুকুম হইলে যত টাকা খাজনা আদায় হইয়াছে বৎসরে শতকরা ৬ টাকার হিসাবে সুদ সমেত ফিরি য়া পাইবেক।

লাখেরাজ দার ও ভোগির নাম ঃ খারিজ বিষয়।

১৮২৮ সালের ৩ আইন ১১ ধারা ২ প্রকরণ নিষ্কর ও মোকররি জমা ভোগি দিগের কর্ত্তব্য আত্ম ভূমিতে দান ও হস্তান্তর প্রভৃতি কি উত্তরাধিকারিত্ব ইত্যাদি যে কোন রূপে স্বত্ব জন্মাইয়াছে ৬ মাসের মধ্যে তাহার সংবাদ কালেক্টর সাহেবের নিকটে না দিলে ঐ ভূমি ক্রোক হইবেক পরে দাওয়াদারের অধিকার রাজস্ব কমিস্যানির সাহেবের নিষ্পত্তিতে আব্যস্ত হইলে ঐ ভূমিতে যত টাকা জরিমানা না দিলে ভূমি ফিরিয়া পাইবেক না।

পাট্টা ও সনন্দের বিবেচনা।

১৮২৮ সালের ৩ আইন ১২ ধারা যে ভূমির সনন্দ ও পাট্টাতে পৈতৃক অধিকারিতা ক্রমে কি পুরুষানুক্রমে ভোগ করণের নিয়ম বিশেষ রূপে না থাকে ও ঐ রূপ রেজেষ্টরীতে স্পষ্টতা না পাওয়া যায় এমত ভূমি কুম্পানি বাহাদুরের অধিকার হওনের তারিখ হইতে যাহার দখলে ছিল তাহার মরণানন্তর উপযুক্ত আদালতে দ্বারা ঐ ভূমিতে পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ বাণ থাকনের অধিকারি ব্যাতিরেকে ঐ ভূমি বাজেয়াপ্ত হইবেক

বাজেয়াপ্ত ভূমি জমিদারের দখলে রাখন।

১৮৩৮ সাল ৮ আকটোবরে যশোহরের কমিসনর [redacted] সাহেবের দপ্তর খানা আলিপুর হইতে জারি হয়॥ ঐ চিঠির [redacted] দফায় আদেশ আছে যে বাজেয়াপ্তি ভূমিতে লাখেরাজদারদিগের যে নিসানি দিবেক সরকারের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের কর্ত্তব্য উহার স্থানে কোন কাগজ দৃষ্টে তাহার প্রমাণ বুঝেন ঐ স্থানের জমিদারের স্থানে কোন কাগজ তলব না করেন।

৫ দফায় আদেশ আছে যে নিষ্কর ভূমি যাহা বাজেয়াপ্ত হইবেক তথাকার জমিদার যদি ঐ ভূমি বন্দোবস্ত করিয়া লইতে অস্বীকৃত হয় তবে যাহার প্রতি জমি বাজেয়াপ্ত হইয়াছে তাহার সহিত বন্দোবস্ত হইবেক না।

বাজেয়াপ্ত ভূমির সানি তজবিজ।

১৮৩৮ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখের চিঠি সদর হদ্দে হুকুম ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ২ দফার মোতাবক কোম্পানির দেওয়ানির পূর্ব্বের লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত হইবেক না যদি হইয়া থাকে কমিসনরে সানি তজবিজের হুকুম দিবেন।

জামিনীর আলাহিদা ইষ্টাম্পের হুকুম।

১৮৩৭ সালের ১৭ আকটোবর ৩৩২৮ নম্বরে সদর দেওয়ানী আদালতের সরকিউলর চিঠিতে হুকুম

আসল দস্তাবেজ কাগজে আসলী লেখা হইলে তাহা অগ্রাহ্য।

যে২ সন তারিখে যে দেশে সরকারের অধিকার।

১৮২৫ সালের ১৪ আইনের ৩ ধারা ৭ প্রকরণে প্রকাশ

দেশ	অধিকারের সন তারিখ
সুবে বাঙ্গলা ও বেহার	ইং সন১৭৬৫ সাল
ও উড়িষ্যা	১২ আগষ্ট
জেলা বারানস	ইং সন১৭৭৫ সাল
	১ জানেওয়ারি
নবাব উজিরলমুলুকের	ইং সন১৮০১ সাল
অর্পিত দেশ	১ জানেওয়ারি
দৌলতরাও সিন্ধিয়া	ইং১৮০৩ সাল
পেশোয়ার সমর্পিত দেশ	১ জানেওয়ারি
জেলা কটক ও পটাশপুর	ইং ১৮০৩ সাল
পরগণা ও তৎ সম্বন্ধীয় দেশ	১৪ আক্টোবর
রাজা গোবিন্দরাও হরর	ইঙ্গরাজী১৮১৭ সাল
অর্পিত খান্দেয়াদি দেশ	নবেম্বর

নিষ্কর ভূমি যাহা বহাল থাকিবেক।

সন১৮২৫ সাল ১৪ আইনের ৩ ধারা ১ প্রকরণ ক্র সরকারের অধিকারের পূর্ব্বে যে সকল ব্যক্তি দানে নিষ্কর ভোগ রাখিতেন যদি তাহারা দিয়া থাকেন সেই

ভূমির সংপ্রথাক্রম যুক্ত।

২ প্রকরণে আদেশ আছে যে নীচের লিখিত তা রিখ হইতে কি তাহার পূর্ব্ব লাখেরাজ মহাল পুরুষানু ক্রমে যে ব্যক্তির দখল কাবেজে থাকে ঐ রূপে লাখে রাজ প্রত্যয় জনক হইবেক।

বাঙ্গালার মহাল হাবেলির চলিত তারিখের তপসীল

দেশ	দানের চলিত হওন তারিখ
কটক ভিন্ন শুবে বাঙ্গলা ও	১৭৬৫ সাল
বেহার ও উড়িষ্যা	১০ আগষ্ট হইতে
জেলা কটক ও পটাসপুর পরগণা	১৭৯৬ সাল
পাণ্ডুয়া ও তৎসম্পর্কীয় মহাল	৩ আকটোবর হইতে
বারানসী জিলাতে	১৭৭৮ সাল
	১১ জুলাই হইতে
উজিরমুলকের অর্পিত দেশে	১৭৮৯ সালের
	১০ নবেম্বর হইতে
দৌলতরাও সিন্ধিয়া ও	১৭৯২ সালের
গোয়ালিয়র দেশে	১ জানওয়ারি
খান্দে পরগণা অন্যদেশে	১৮০৫ সালের
আংগোবিন্দের অর্পিত দেশে	১ নবেম্বর হইতে

১৮২৫ সালের ১৪ আইনের ৩ ধারা ২ প্রকরণ যদি উ ক্ত তারিখের পর পুরাবধি কেহ নিষ্কর ভোগ ক রিয়া পুরুষানুক্রমে কাবেজে রাখিয়া থাকে এমতে ও

উহাতে স্বত্বস্থাথ প্রমাণ হইবেক না কিন্তু যদি ঐ মহাল প্রসিদ্ধ রূপে পৈতৃক সাবুত হয় কি হাকিমের নিকট কাবেজের স্বত্ব উপস্থিত হইয়া গবর্ণর জেনরেল কৌন্সলে মঞ্জুর হইয়া থাকে তবে হইবেক।

নিষ্কর ভূমি বাহালের বিষয়ে সরকিউলর বাজে প্রাপ্ত হইলে আমি জবীজ।

চিঠি বুরুণ সাহেব কমিসনর রেবিনিউ ১৮৩৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর ৪৭৯৩ নম্বর।

বনাম ইস্পিসল ডিপুটী কালেকটর জেলা তিরহুত ঐ সাহেবের জ্ঞাত কারণ সদর বোর্ডের সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৩৮ সাল ২৭ নবেম্বর ৭৬ নম্বর ১ কেতা চিঠি মন্তরাজে কৈফিয়ত খোলাসা ১৮২৫ সাল কানুন ১৪ পাঠান যাইতেছে।

সদর বোর্ডের সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৩৮ সাল ২৭ নবেম্বর ৭৬ নম্বর বনাম সাহেব কমিসনর রেবিনিউ ভাগলপুর যে সাহেবান সদরবোর্ডের নিশ্চিত হইয়াছেন বিনা গদ্দ ১৮২৫ সালের ১৯ আইনের ২ ধারায় অনবরত নিষ্কর ভূমি সকল ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ১৯ আইনের ২ ধারার অনবধানে বাদসাহী ও রাজ্যাধি পতির সনন্দ সকল খাস ডেপুটী দ্বারা বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

২ দফা বোর্ডের অভিপ্রায় যদি বাদসাহীনা হয় ১৭৬৫ সালের ১২ আগষ্টের পূর্ব্ব ভূমি পাইয়া থাকে যদি ঐ ভূমি বাজেয়াপ্ত হইয়া জমা নেশস্ত হইয়া থাকে তবে ডিং টী কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সানি তজবী জের নিমিত্ত কমিসনর সাহেবের নিকট ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ২ ধারা মোতাবেক এরোজাত প্রার্থনা করেন।

৩ দফা ১৮২৫ সালের ১৪ আইনের ২ ধারায় আজ্ঞা যে ভূমি দিতে ও লইতে যাহার ক্ষমতা ছিল তাহার দেওয়া নিষ্কর ভূমি বহাল থাকিবেক, এই ক্ষমতা অজ্ঞেয় ছিলনা।

৪ দফা ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ২ ধারায় লিখিত আছে যে দেওয়ানির পূর্ব্বে যে ভূমি নিষ্কর রূপে দান করিয়াছে তাহার সনন্দ দৃষ্ট হউক বা না হউক ১৭৬৫ সালের ১২ আগষ্টের পূর্ব্বাবধি দখলি ভূমি বহাল থাকিবে।

আমলা ভগীরের নাজেশ হওন বিষয় সদর আমীন প্রধান সদর আমীন দিগের প্রতি।

৩৩২৯ নম্বর

১৮৩৮ সালের ৫ আক্টোবর তারিখে সদর দেওয়ানি আদালতের লিখিত সরকিউলর চিঠিতে হুকুম প্রকাশ হয়॥

১ দফা কোন সময় আমার আলা বা আমিন বা মন্‌ শেফ কোন জেলা বা চৌকীতে উপস্থিত হইয়া সাবেক্‌ ক্ষমতা বিনা। অপরাধে ছাড়াইতে পারিবেন না।

২ দফা যদি নিরপরাধে আমলাকে ছাড়ান তবে তথাকার শ্রীযুত জজসাহেবের নিকট আবেদন ক রিবে তজবীজ করিয়া অপরাধ সপ্রমাণ না হইলে তৎ ক্ষণাৎ তাহাকে বাহাল করিবেন।

৩ দফা যদ্যপি জজ সাহেবের কৃত বিচারে অসম্মত হয় তবে জজসাহেবের আজ্ঞার প্রাপ্ত স্বীয় অধিকার দর্শাইয়া সদরে আপীলের দরখাস্ত করিলে তথায় বি শেষরূপে তজবিজ হইয়া জজসাহেবের হুকুম অন্যথা হইয়া ঐ ভাগিয়া আমলা বাহাল হইবেক যদি জজসাহেবের কৃত বিচার অন্যায় বোধ হয় তবে তাঁহার হুকুম বহা ল থাকিবেক ইতি।

মোতফরক্কা দরখাস্তো তজবীজ হইবেক ইহার হুকুম যে আদালতে যাহা চলিতে তাহাই।

পত্তনি তালুক বন্দোবস্তের বিষয়।

১ সারকুলার অর্ডার।

সন ১৮৩৭ সালের ১৭ ফেবুয়ারি তারিখে সদর দেও য়ানির জজ শ্রীযুত রাজরইস নিবস সাহেব এতদ্রূপ আজ্ঞা প্রচার করেন যে নীলাম খরিদারের ক্ষমতা

নাই যে চাহরমে ন্যালিশ না করিয়া সাবেক পত্তনি দার
গাকে বেদখল করে পরে সদর বোর্ডের সাহেবান তা
হাতে অসম্মতহইয়া পুনর্বিচার প্রার্থনাতে সদরে চিঠি
লেখেন তাহাতে কলিকাতার সদর দেওয়ানির সাহে
বান্ সমুদায় কাগজাত ও এলাহাবাদের সদরদেওয়া
নির জজবী ঐ ডিভইসন্ মিপ সাহেবের রায় বহাল অব
গত হইয়া কোনসনে পাঠান তাহাতে সাহেবন্ কৌন্
সলে বিচার পূর্ব্বক মঞ্জুর করিয়া কলিকাতায় সদর দে
ওয়ানিতে পাঠান তাহাতে ১৮৩৯ সালের ১৫ নবেম্বর
তারিখে বেবাড়িন সাহেব ও রাটরি সাহেবও টগর সা
হেব ওটগর সাহেব ও রিড সাহেবর হুকুম হইতে মেম্
ডিভইসমিথ সাহেবের রায় ঐক্য হইবায় তাঁহার বর
কারি সদর দেওয়ানিতে তৈয়ার ও দস্তখত প্রস্তুত
হয় ।

পত্তনি ও দর পত্তনি তালুক চিরকাল
স্থায়ি হওনের বিধান ।

১৮১৯ সালের ৮ আইনের [illegible] ধারার ১ প্রকরণের
আজ্ঞায়ে, পত্তনি তালুকওদর পত্তনি তালুক চির
স্থায়ী, তালুকদার ইচ্ছাপূর্ব্বক দান বিক্রয় ইত্যাদি
করিতে পারিবেক এবং তিকরি জারিতে ক্রোক বিক্র
য় হইবেক । ঐ আইনের ২ প্রকরণে পত্তনি তালুক

দার আপনাপত্তনি দরপত্তনি দিতে পারিবেক।

জমিদারের পাওনা বাকী মালগুজারির অন্য পত্তনি দারের পত্তনি তালুক নীলাম হইলে দর পত্তনিদারের স্বত্বলোপ হইবেক। ক্রয় কর্ত্তার স্বত্ব হইয়া যে প্রকার পত্তনিদার জমিদারের নিকটে ছিল, ক্রয় কর্ত্তাও ঐ প্রকার থাকিবেক।

জমিদারের যত টাকা বাকীর নিমিত্ত পত্তনি তালুক বিক্রয় হইবেক যদি বাকী সেওয়ায় অধিক মূল্য হয় তবে ঐ অধিক টাকা পত্তনিদারের স্বত্ব।

পত্তনি তালুক খারিজদাখিল করণ বিষয়।

১৮১৯ সালের ৮ আইন ৭ ধারায় আজ্ঞা আছে যে মালগুজারির বাকীর নিমিত্তে কিম্বা ডিকরি জারি তেই বা হউক পত্তনি বিক্রিত হইলে নীলাম খরীদার ক্রয়ের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে খারিজদাখিলের নিমিত্ত জমীদারের নিকট হাজির না হয় তবে জমীদার তালুক খারিজদাখিল পর্য্যন্ত ক্রোক সাজোয়াল মেক্কেরর করিবেক যত টাকা উসুল হইবেক খাজনাও তত্তমাসের খরচা বাদে যাহা থাকিবেক তাহা ক্রয় কর্ত্তার নিমিত্ত আমানৎ রহিবে যদি অদ্যের সমান অ আমান হয় তাহা ক্রয় কর্ত্তার কিম্বা তাহার প্রজাকা খ্রী আমের যোগ্য হইবেক।

রেবিনিউ বোর্ডের ১৮৪১ সালের জানুয়ারির সরকিউলর চিঠী।

নীলাম আবজুতের টাকা কালেকটর সাহেব মালগুজারীদার ব্যতিরিক্ত আদালতের হুকুমেও অন্য কাহাকে ১২ বৎসরের মধ্যে দিতে পারিবেন না।

জমীদারির বাকীর নিমিত্ত নীলামের তারিখ হওনের বিবরণ।

নীলামী চিঠী।

শ্রীশ্রীযুত গবর্ণমেণ্টের ১৮৪১ সালের ২৫ জানুয়ারির চিঠী প্রকাশ হয় নীচের লিখিত দফাওয়ারিতে হুকুম।

১ দফা। ১৭৯৩ সালের ১৪ আইন ২১ দফা ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের ২ দফা ১৮২২ সালের ১১ আইনের ৩৮।৭০ দফা আর ১৮৩০ সালের ৭ আইন এককাল রদ হইল।

২ দফা। ১২৪৯ সালের ১ বৈশাখ হইতে খাজানা বাকীর নিমিত্তে নূতন নিয়মানুসার হইল।

৩ দফা। বৎসরের মধ্যে খাজনা বাকীর নিমিত্তে ৩ দফা অর্থাৎ তিনবার বৎসরে নীলাম হইবেক ঐ নীলামের তারিখ স্থির হইবেক।

৪ দফা। ১০ দশহাজারের মফোস্বলের মহাল নীলাম হইবেক না।

৫ দফা। ৩০ বৈশাখের মধ্যে নাগাএদ কিস্তী চৈত্রের বাকী আদায় হইবেক ঐ তারিখ গত হইলে বকেয়া বাকী জ্ঞান করিতে হইবেক অর্থাৎ যে সনের মালগুজারি সেই সনের বৈশাখ অবধি চৈত্র পর্য্যন্ত কিস্তি নিরূপিত আছে তাহা খাজনায় জমা হয় এ কারণ নিয়ম হইল যে ঐ চৈত্র গতে ৩০ বৈশাখ তারিখ উক্ত দাখিল হইলে হাল বোধ হইবেক উক্ত তারিখ গত হইলে ঐ সনের টাকাকে বকেয়া বাকী বোধ করিতে হইবেক।

৬ দফা। ইস্তেহারি বাকী নীলামের পূর্ব্বদিবস দুই প্রহরের মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক তাহার পর কি নীলামের দিবসে দাখিল হইবেক না।

৭ দফা। যদি কোন ব্যক্তির কোন মহালের টাকা কালেকটরীতে আমানৎ থাকে তবে তাহার কর্তার নীলামের দিবসের পূর্ব্বে লইবেক ইস্তেহারি বাকীতে বরাত হইবেক না ও ঐ ওজোরে নীলাম মৌকুফ হইবেক না।

৮ দফা। নীলামের ২০ দিবস পূর্ব্বে নীলামের ইস্তেহার শ্রীযুত জজ সাহেবের ও প্রধান সদর আমিন ও সদর আমিন ইত্যাদি প্রত্যেক হাকিমের কাছারিতে প্রকাশ করা যাইবেক।

৯ দফা। জমীদারী সংক্রান্ত বিবাদে উভয় বিব

ৗতে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া থাকে ঐ জমিদারী বাকী জন্য নীলামে উপস্থিত হয় তবে যে ব্যক্তি নীলামে ইশ্তাহারি বাকী দিবেক কালেকটরের খ। থিলা ঐ আদালতে উপস্থিত করিলে ঐ জমীদারি ঐ বাকী দাখিল করণিয়ার দখলে জামিন লইয়া দেওয়া যাইবেক।

১০ দফা। যে কোন মহাল নাবালকী [redacted] আদালতের হুকুমে ক্রোক হইয়া থাকে [redacted] কালেকটর সাহেব তাহাতে তহসিলদার আছেন ঐ সকল মহাল বৎসরের আখিরিতে একবার নিলাম হইবেক এবং যদি অনেক নাবালকের মধ্যে একজন ১৮ বৎসরের হইয়া থাকে সে মহালে একবৎসরের নিয়ম থাকিবেক না।

১১ দফা কালেকটর [redacted] কমিসনর সাহেবের ক্ষমতা আছে নিলামের দিবসে নীলাম করেন বা না করেন ॥

১২ দফা। যদি নীলামের নিয়মিত দিবসে কালেকটর কি কমিসনর সাহেব পিড়ীত থাকেন তবে ১ অবধি ৭। চাদিনের মধ্যে নীলাম করিতে পারিবেক। এতন্নিমিত্ত দ্বারোতে এশ্তেহার দিবেক।

১৩ দফা। কালেকটর সাহেব তরজিবপত্র অর্থাৎ ক্রমেযাহারপর যে সংখ্যা তাহার ব্যক্তিকে মুক্ত...

১৪ দফা। নীলাম খরিদারের কর্ত্তব্য নীলামের প ণের রোবা অর্থাৎ চারি অংশের এক অংশ তৎক্ষণাত্ত দাখিল করিবেক নতুবা ছানি নীলাম হইবেক ছানি নী লামে কিম্মতের ন্যূনত্ব পুর্ব্বকারণ প্রথম খরিদারের প্রতি আদায় হইবেক।

১৫ দফা। নিলামের মূল্যের অবশিষ্ট টাকা ৩০ দিনে র মধ্যে দিতে হইবেক যদি ঐ দিবস রবিবার হয়। তবে তাহার পর দিবস সোমবারে দাখিল করিবেক তাহা না করিলে রোবা টাকা অর্থাত্ চারি অংশের এক অংশ যাহা আমানত আছে তাহা সরকারে জব্দ হইবেক আ র ছানি নীলামের লোকসান তাহাকে দিতে হইবেক তজ্জন্য জায়দাদ ক্রোক করত নীলামে করিয়া লওয়া যা ইবেক।

১৬ দফা। নীলাম ভূমিতে কালেকটর সাহেব হুকুম নামাজারি করিবেন যাবত নীলামি সেলমঞ্জুর না হয় তাবত প্রজাগণ কাহাকেও মালগুজারি না দেয়।

১৭ দফা। নীলামের আপীল করণের মিয়াদ ১০ দশ দিনের মধ্যে কমিশনর সাহেবের নিকটে আবেদন ক রিতে হইবেক যদি কমিশনর সাহেব দূরে থাকেন ত প্রযুক্তে নিরূপিত দিনের মধ্যে তথা পৌঁহুছিয়া আবে দন পত্র দাখিল করিতে না পারে তবে কালেকটর সা

হেবের সমীপে আপিলি আবেদন পত্র দাখিল করিবেক উক্ত সাহেব কমিস্যনর সাহেবের নিকটে প্রেরণ করিবেন কমিস্যনর সাহেব আপীল মঞ্জুর না মঞ্জুর করণের কর্ত্তা কোর্টের হুকুম আবশ্যক নাই ।

১৮ দফা । যদি কমিস্যনর সাহেব ঐ নীলাম অন্যায় বোধ করেন তবে তিনি সদর বোর্ডে এত্তেলা দিবেন বোর্ডের সাহেবান অন্যায় বোধ করিলে গবর্ণমেণ্টে এত্তেলা দিবেন কৌনসেলের সাহেবান মঞ্জুর কিম্বা নামঞ্জুর করণের কর্ত্তা ।

১৯ দফা । নীলামের বেবাক টাকা দাখিল হইলে কালেক্টর সাহেব নীলাম মকুফ না করিবেন যদি ঐ নীলামের প্রতি আপিল হইয়া থাকে তবে তাহার প্রতি নিষ্পত্তি অর্থাৎ অপেক্ষা করিবেন ।

২০ দফা । কালেক্টর সাহেব নীলাম মঞ্জুর অর্থাৎ দুরুস্ত হইলে নীলাম খরিদারকে ১৮৪১ সালের ২৩ আইনের ওয়াফিক আসিলের সার্টিফিকট দিবেন এবং প্রজা দিগের নামে হুকুম নামা জারি করিবেন আপনার মনসেফ ও দারোগা দিগে হুকুম দিবেন কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য সরকারের বাকী খাজানা আদায় [illegible] লামের টাকা হইতে লইয়া বাকী টাকা [illegible] জমীদারকে দিবেন । এবং [illegible]

২১ দফা। যে খরিদার নীলামের সার্টিফিকেট পাইবে কি ভিন্ন ব্যক্তি বেনামী দাওয়া করিলে সেদাওয়া ... অগ্রাহ্য করিবেন।

২২ দফা। কমিশনর সাহেব যে মহাজনের আপীল গ্রাহ্য করিয়া ... অন্যথা ... করেন তাহার ... উচিত যে ক্রয়করণীয়ার টাকা সুদ সমেত ফিরিয়া দিবেন।

২৩ দফা। ক্রয়কারণীয়া ক্রয় করণের তারিখ হইতে সরকারের মালগুজারির দেনাদার হইবেক যদ্যপি ঐ নীলাম নামঞ্জুর হয় তবে ছানি নীলামের খরিদার ঐ পূর্ব্ব নীলামের তারিখ হইতে সরকারের মালগুজারির দেনাদার হইবেক।

২৪ দফা। যদি মালগুজারি বাকীদার নীলাম হইলে বিষয়ে আদালতে নালিশ করে তদ্বিষয়ে জজসাহেব দেখিবেন যে এই চিঠীর দফাতে নীলামের নিয়ম যাহা লেখা গেল যদ্যপি ইহার বিপরীত রূপে নীলাম হইয়া থাকে তবে নীলাম নামঞ্জুর করিতে পারিবেন আর মালগুজারি বাকীদার যদি ঐ নীলামের টাকার মধ্যে ফিরিয়া ... তবে নালিশ করিতে পারিবেনা।

২৫ দফা। আদালতে নীলাম নামঞ্জুর হইলে খরিদার সুদ সমেত টাকা ফিরিয়া পাইবেক।

২৬ দফা। নীলাম খরীদার যে সকল জমী নীচে লে খায়ার এতদ্ভিন্ন অন্য জমীর বন্দোবস্ত করিতে পা রিবেন।

১৮১২ সালের ৫ আইনের ১০ ধারামোতাবক বন্দো বস্ত করিতে পারিবেক।

প্রথমতঃ। ইস্তমরারি মহালাৎ যাহা দশ সালা ব ন্দো বস্তের পূর্ব্ব ১২ বৎসর হইতে এক জমাতেই স্থায়ী আছে।

দ্বিতীয়। দশসালা বন্দোবস্তের সময় একজমায় বিনা জমি বোশখতে বন্দোবস্ত হইয়াছে।

তৃতীয়। কাদিমি খোদকস্তা চাসি প্রজাদিগের নিজচা সের জমী নির্দ্ধারিত আছে।

চতুর্থ। প্রজার বসত বাটী ও তেজারতের কুটী ও বা গীচা পুষ্করিণী খাল কালাজঙ্গল বুরি ২০ বৎসরের মি য়াদী ইজারায় বন্দোবস্ত হইয়া থাকে।

২৭ দফা। নীলামের সময় কালেক্টরসাহেবের নিকটে কেহ ব্রে আদবী করিলে ২০০ দুইশত টাকা জরিমানা করিবেন না দিতে পারিলে ১ মাহার মিয়াদে কএদ্ হইবেক।

এই দফা চিঠী তামামি হইল ইতি॥

১৮৪১ সাল ১২ আইন।

মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্ত ভূমি নীলামে র রিয়ায় বাঙ্গলা দেশের চালত আইন শুধরিবার আইন।

রদ হওয়া আইন।

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৭৯৩ সালে ১৪ আ ইনের ২ ধারা ও ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের ২ দুইধারা এবং ৩৬ ও ৩৮ ধারা ব্যতিরিক্ত ১৮২২ সালের ১১ আইন এবং ১৮৩০ সালের ৭ আইন রদ হইল কেবল উক্ত আইনের যে বিধির দ্বারা অন্য আইন বা আইনের কোন ভাগ রদ হইয়াছিল তাহা বহাল থাকিবেক।

শুদ ও জরীমানা রহিত।

২ ধারা। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এ আইনের ৩৫ ধারায় নিরূপিত তারিখের পর যে ভূমির মালগুজা রী বাকী পড়ে তাহার উপর কিছু শুদ বা জরীমানার দা ওয়া হইবেক না ইতি।

নীলামের নিরূপিত দিবস।

৩ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর কলিকাতার সদর বোর্ড রেবি নিউর সাহেবেরা তাঁহারদের অধীন ইস্তমরারী জমা ধার্য্য হওয়া প্রত্যেক জিলা বা প্রদেশের বিষয়ে প্রতি

বৎসরের যে যে নিশ্চিত তারিখে মহালবিক্রয়ের জায়া তাহার ভূমির মালগুজারীর বাকী আদায় করণের কার্য্য আরম্ভ হইবেক তাহা নিরূপণ করিবেন— রেবিনিউ বোর্ডের সাহেবেরা ঐ নিরূপণ করা তারিখের সমাচার কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করিবেন। আর প্রত্যেক জিলার কালেকটর সাহেবের ক্ষিপ্রগঞ্জ ও ইন ক্রমে নীলাম করণের ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কোন কার্য্য কারকের কাছারীতে এবং জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও সদর মনসেফের কাছারীতে ঐ সমাচার প্রত্যেক জিলার চলিত ভাষায় ঘোষণা করিতে হুকুম দিবেন। এবং যে২ তারিখ ঐ মত নিরূপণ হইবেক সেই সেই তারিখ ঐ বোর্ডের সাহেবেরদের পশ্চাল্লিখিতমতে ইশতিহার ও এত্তেলা দেওনে ব্যতিরেকে পরিবর্ত্ত হইবেক না। এবং ইশতিহার ও এত্তেলা উক্তমতে প্রথমবার প্রকাশ হওনের পর যে বৎসরে নূতন তারিখ বা তারিখ সকল আমলে আসিবেক তাহার পূর্ব্বের মালগুজারী সম্পর্কীয় বৎসর সমাপ্ত না হওনের অন্যূন তিনমাস পূর্ব্বে ঐ মত ইশতিহার এত্তেলা দিতে হইবেক। এবং নীলামের নিমিত্ত যে প্রত্যেক দিবস নিরূপিত হয় তাহার অন্যূন পূর্ব্বে সম্পূর্ণ ১৫ দিবস পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক কাছা

রী ও আহাজাতে ইশতিহার আটকাওনের দ্বারা নিযুক্ত তারিখ এক এত্তেলা দিতে হইবেক। এবং ঐ মিয়াদের মধ্যে কালেকটর সাহেব যে যে মহালে বাকী পড়িয়াছে এবং প্রত্যেকের উপর যত টাকা বাকী আছে তাহার সম্পূর্ণ বেওরা যত ব্যক্তি জানিতেচাহে তাহার দিগকে নিশ্চিত দিবেন ইতি।

জমি খরিদা হওয়া দেশের বারাণসে বর্জ্জিত কথন

৪ ধারা। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ইস্তমরারী জমা যে যে জিলাতে ধার্য্য হয় নাই সেই সেই জিলায় এবং সুবে বারাণসে ভূমির রাজস্বের বাকীর অথবা সরকারের অন্য দাওয়ার নিমিত্ত নীলাম করিতে হইলে প্রত্যেক নাখাশের বিষয়ে সদর বোর্ড রেবিনিউর বিশেষ অনুমতি পূর্ব্বে প্রাপ্ত না হওয়াগেলে কোন নীলাম হইবেক না ইতি।

বাকী এই কথার অর্থ।

৫ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে প্রকার সনওয়ারি কোন মহালের বন্দোবস্ত ও কিস্তীবন্দী হইয়াছিল সেই সনের কোন মাসের জমুদপ কিস্তী অথবা কিস্তীর কতক অংশ সেই বৎসরের তৎপর মাসের প্রথম তারিখে না দিয়া দেওয়া যায় তবে ঐ নাদেওয়া টাকা রাজস্বের বাকীজ্ঞান হইবেক।

বাকীপড়া সকল জমীদারী।

নীলাম হইবেক।

৬ ধারা। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পশ্চাৎ লিখিত বর্জ্জিত বিষয় ব্যতিরেকে নীলামের নিরূপিত দিবসের পূর্ব্ব দিবস সূর্য্যাস্ত সময়ে যে সকল ভূমীর মাল গুজারী বাকী থাকে তাহা ঐ নিরূপিত দিবসে অথবা পশ্চাৎ লিখিত মতে তাহার পর দিবস বা দিবস সকলে কালেকটর সাহেবের যে ক্ষমতা আছে সরকার হইতে সেই ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কার্য্য কারকের সাক্ষাৎ নীলামে ধরা যাইবেক এবং যে ব্যক্তি অধিক ডাকে তাহাকে বিক্রয় করা যাইবেক। এবং নীলামের নিরূপিত দিবসের পূর্ব্ব দিবস সূর্য্যাস্ত সময়ের পর খাজানার টাকা দেওয়া গেলে অথবা দিবার প্রস্তাব হইলে তাহাতে ঐ নীলামের সময়ে অথবা তাহার পরে নীলামের নিবারণ অথবা প্রতিবন্ধক হইবেক না। ইতি।

কম করণ এবং জমাখরচে ভুক্তিয়া লওনের দাওয়া।

৭ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মালগুজারীর কমী বা মাফ হওনের বিষয়ে যে কোন দাওয়া থাকে তাহা যদি সরকারের হুকুমানুসারে মঞ্জুর না হইয়া থাকে তবে ঐ দাওয়ার দ্বারা সরকারের স্থানে বাকীদায়ের কোন দাওয়ার দ্বারা কিম্বা আর

কাদের সহিত মোকদ্দমা করণের কোন কারণ বা অ নুমান হওয়া কোন কারণের দ্বারা ঐ নীলাম নিবারণ হইতে পারিবেক না এবং তৎ প্রযুক্ত এই আইনানুসা রে হওয়া নীলাম অসিদ্ধ হইবার যোগ্য হইবেক না। এবং যাহাতে বাকী পড়া টাকা অথবা তাহার কোন ভাগ প্রচুর মতে পরিশোধ হইতে পারে এমত বাকী দারের টাকা কালেকটর সাহেবের হাতে আছে এই ও জরে নীলাম নিবারণ হইতে পারিবেক না কিম্বা এই আইনানুসারে হওয়া নীলাম অসিদ্ধ বা অসিদ্ধ হইবা র যোগ্য হইতে পারিবেক না। কিন্তু যদি ঐ টাকা বি না বিরোধে কেবল বাকীদারের নামে লেখা থাকে এ বং যদি বাকীদার উপযুক্ত সময়ের মধ্যে দরখাস্ত করি লে পর কালেকটর সাহেব ঐ টাকা ঐ মহালের নামে জমা করিতে ক্রটি করিয়াছিলেন অথবা অপ্রচুর কার ণেতে তাহা অস্বীকার করিয়াছিলেন তবে তাহাতে নীলাম নিবারণ হইতে পারে এবং আইনক্রমে হওয়া নীলাম রদ বা রদ হইবার যোগ্য হইবে ইতি।

বাজেয়াপ্ত বিষয়।

৮ ধারা। কিন্তু ইহাতে হুকুম হইল যে এক জেলা বা জেলা আমলাতে বাকী টাকার অথবা দাওয়ার প্রকার

ও সংখ্যা বিশেষ রূপে জিলার চলিত ভাষায় লেখা ঐ রূপ নীলামের তারিখ অপেক্ষা সম্পূর্ণ পোনের দিনের কম না হয় এত পূর্ব্বে ঐ এস্তেহার নামা কালেক্টর সাহেবের কি উক্ত মত ক্ষমতাপন্ন অন্য যে কোন কার্য্য কারকের দ্বারা নীলাম হইবেক তাঁহার কাছারীতে এবং ঐশ্তিহার হওয়া ভূমি যে জজ সাহেবের এলাকায় থাকে সেই সাহেবের কাছারিতে ও জিলা স মস্ত প্রধান সদর আমিন মনসেফ দিগের কাছারিতে এবং ঐ জিলা নাগা সম্পর্কীয় জমীদারেরা জমীদারীর অংশ যে পোলীসের এলাকায় থাকে সেই এলাকার থানায় এবং জমীদারীর মালের কাছারীতে কি জমীদারীতে সকল লোকের দৃ[illegible] গোচর কোন স্থানে লটকাইয়া না দেওয়া গেলে নীচের লিখিত প্রকার বাকি বা দাওয়া আদায় করণের কারণ কোন জমিদারী নিলাম হইবেক না উক্ত যে যে কার্য্যকারক কাছারীতে ঐ এস্তেহার নামা ঘোষণা হয় তাহারা এক২ রসিদ দিয়া ঐ ঘোষণা হওয়া জ্ঞাত করিবেন এবং জমীদারিতে প্রকাশ হওনের প্রমাণ ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত পেয়াদা বা অন্য ব্যক্তি দিবেক। এবং ঐ এস্তেহার নামাতেই জ্ঞাতব্য বাকীর [illegible] লিখিত কিস্তির পূর্ব্ব দিন সূর্য্যাস্তের পর বাকী বা দাও

আত্মরক্ষা দেওয়া [illegible] বিচারে প্রকাশ হইলে, তাহা যে প্রকার [illegible] নিরপেক্ষ [illegible] প্রতিবন্ধক না হইবে।

দ্বিতীয় [illegible] [illegible] [illegible]

তৃতীয় [illegible] [illegible] বাবত [illegible] ছাড়া [illegible]।

চতুর্থ। যে আসামী বিচারে [illegible] তাহা [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] হুকুম এবং [illegible] [illegible] বা [illegible]।

পঞ্চম। আসামী বা [illegible] [illegible] টাকা [illegible] যে কোন টাকা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাহা।

আসামী ভিন্ন অন্য ব্যক্তির টাকাদেওন।

৯ ধারা। এমত হুকুম হইবে যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আসামীর [illegible] [illegible] [illegible] ব্যক্তির [illegible] আসামীর [illegible]

পাওনা মালগুজারীর বাকী টাকা কালেক্টর সাহেব আমানৎ স্বরূপ লইতে পারেন এবং যদি খরিদ্যাতের পূর্ব্বে ঐ জমীদারীর মালিক ঐ বাকীর টাকা পরিশোধ না করিয়া থাকে তবে ঐ আমানতী টাকা সংগ্রহ সময়ের জমীদারীর হিসাবে জমা করিবেন। এবং যে ব্যক্তির ঐ আমানৎ করা টাকা পূর্ব্বোক্তমতে জমীদারীর হিসাবে জমা করা যায় সেই ব্যক্তি যদি ঐ জমীদারীর কিম্বা তাহার কোন অংশের দখল পাইবার নিমিত্তে দেওয়ানি আদালতে উপস্থিত থাকা কোন মোকদ্দমায় ফরিয়াদী হয় তবে যে জিলার মধ্যে ঐ জমীদারী থাকে তাহার জজ সাহেব আপোষাণ্টি ও আসামীর স্থানে জামিন লওনের চলিত বিধি বহাল রাখিয়া ঐ জমীদারী কিছুকালের নিমিত্তে উক্ত ব্যক্তিকে দখল দেওয়াইতে হুকুম করিতে পারেন। এবং যে ব্যক্তির ঐ আমানৎ করা টাকা পূর্ব্বোক্তমতে জমা করা গিয়াথাকে সে ব্যক্তি যদ্যপি কোন ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানি আদালতে এমন প্রমাণ দিতে পারে যে ঐ জমীদারিতে আমার যে সম্পর্ক তাহা নীলামের দ্বারা বিঘ্ন বা ক্ষতি হইতে পারিত এবং তাহা বজায় রাখিবার নিমিত্তে আমি টাকা আমানৎ করিয়াছি তবে সে, ঐ আমানতী টাকা সুদ ঐ জমীদারীর মালিকের স্থানে আদায় করি

হুত পারিবেক ইতি।

কোর্ট ওয়াডসের এবং নাবালকের জমীদারী রাজস্বের কার্য্যকারকের দ্বারা ক্রোক হওয়া জমীদারী

আদালতের দ্বারা ক্রোক হওয়া জমীদারী।

১০ ধারা। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোর্ট ওয়াডসের সাহেবদিগের তাবে জমিদারি থাকন সময়ে যে মালগুজারি বাকি পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্তে ঐ জমিদারি নিলামের যোগ্য হইবেক না। এবং যে জমিদারি এক কি ততোধিক নাবালক মালেকের সম্পত্তি হয় এবং উত্তরাধিকারিত্ব ক্রমে তাহার বা তাহারদের অর্শিয়াছে এবং তাহার বিষয় কোর্ট ওয়াডসের বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত কালেকটর সাহেবকে জ্ঞাত করা গিয়াছিল কিন্তু ১৮২২ সালের ৬ আইন ক্রমে কোর্টওয়াডসের সাহেবেরা তাহার তত্ত্বাবধারণের ভার লন নাহি ঐ জমীদারি তাহার বা তাহাদের উত্তরাধিকারিত্ব ক্রমে হওনের পর তাহাতে যে মালগুজারি বাকি পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্তে ঐ এক ততোধিক নাবালক কি তাহারদের কোন একজন সম্পূর্ণ অষ্টাদশবর্ষ বয়স্ক না হওয়া পর্য্যন্ত বিক্রয় হইবেক না এবং রাজস্বের কার্য্যকারকেরা আদালতের হুকুম ব্যাতরেকে অন্যকোন প্রকারে যে কোন জমিদারি ক্রোক করেন তাহা ক্রোক

সাবেক সময়ের বাকী খাজানা মালগুজারির নিমিত্তে নীলা মের যোগ্য হইবেক না ॥

[illegible] জমীদারী খারিজের হুকুম [illegible] [illegible] হইয়া থাকে [illegible] কো ন [illegible] সময়ে [illegible] বাকী [illegible] আ দায়ের নিমিত্তে যে [illegible] পড়িল [illegible] [illegible] না হইলে ঐ জমীদারী বিক্রয় হইবেক না ইতি ॥

অর্থাৎ জমা [illegible] নিয়ম

১১ ধারা। এক্ষণে হুকুম হইল যে কোন [illegible] বাকীর নীলাম খারিজ হওনের পূর্বে [illegible] [illegible] কালেক্টর সাহেব ঐ জমীদারির নীলাম জমা করিতে পারেন। [illegible] এই প্রকারে জমীদারীর নীলাম [illegible] হওনের পূর্বে কোন [illegible] [illegible] [illegible] সে কালেক্টর সাহেবের [illegible] [illegible] নিয়ম আ [illegible] ঐ জমীদারীর নীলাম [illegible] করিতে পারেন। এবং কোন জমীদারির [illegible] হুকুম [illegible] হওনের পর সেই জমীদারী নীলাম হইলে তাহা [illegible] হইবেক না। কিন্তু এই প্রকারে হুকুম হইল যে [illegible] [illegible] [illegible] কালেক্টর সাহেব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] নিয়মে [illegible] ঐ হুকুম কালেক্টর

সাহেবেরা নিজেরাই [illegible] [illegible] [illegible] হয় না গিয়া আইনে [illegible] [illegible] [illegible] আমার যে হুকুম পাঠাইয়া দিলেন তাহার [illegible] [illegible] [illegible] হই- য়াছে বটে।

[illegible] ধারা। [illegible] [illegible] [illegible] মেজেষ্টার সাহেবের এবং [illegible] হইতে [illegible] করেন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জেলার [illegible] [illegible] [illegible] তাহাদিগের নামের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপ- স্থিত [illegible] [illegible] [illegible] মেজেষ্টর সাহেবেরা ঐ আসামি ভিন্ন আর কোন স্থলে ঐ আসামি ধরিবার হুকুম দিতে পারেন ইতি।

[illegible] ধারা। [illegible] [illegible] [illegible] যে [illegible] মা- জেষ্টারের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না হয় কি [illegible] [illegible] অথবা কার্য্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিম্বা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাহা শেষ করিতে না পারে এ [illegible] তাহার [illegible] [illegible] [illegible] না [illegible] অথবা অপর [illegible] নিমিত্তে [illegible] দিন না হইলে [illegible]

দিন পর্য্যন্ত ঐ নিলাম বিলম্ব করিতে পারেন। এবং ঐ রূপ বিলম্ব করণের কারণ কবকাগীতে লিখিয়া তাহার নকল রেবিনিউর কমিস্যনর সাহেবের সন্নিধে পাঠাইবেন ও ঐ বিলম্ব করণের সমাচার ইশতিহার নামাতে লেখাইয়া আপন কাছারিতে লটকাইয়া সকলকে জানাইবেন। এবং এইরূপে যে পর্য্যন্ত ঐ নীলাম আরম্ভ করিতে অথবা তাহাশেষ করিতে না পারেন সেই পর্য্যন্ত দিন দিন এ প্রকার কর্ম্ম করিবেন কিন্তু যদি একপে নিলাম বিলম্ব না হয় ও তাহা কব কারিতে লেখাযায় এবং তাহার সংবাদ না দেওয়াযায় তবে নিলামের উক্তমত নিরূপিত দিবসেই প্রত্যেক নিলাম নিয়ত হইবেক ইতি।

নিলামের ক্রম।

১৪ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ৩ ধারায় নিলামের নিরূপিত দিনে নিলাম একাদি ক্রমে হইবেক অর্থাৎ নিলাম করিতে নিশ্চয় হওয়া যে জমিদারি ঐ জিলার তৌজিতে অথবা কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে ব্যবহৃত রেজিষ্টরের শেষ নম্বরে থাকে তাহা নিলামে প্রথম বিক্রী যাইবেক এবং ঐ মতে একাদিক্রমে নিলাম হইবেক। এবং ঐ নম্বর অর্থাৎ সংখ্যার ক্রম ব্যতিক্রম করিয়া কোন জমিদারি নিলা

মৈ ধরিয়া দিতে কোন কালেক্টর সাহেবের কিউক্ত মত ক্ষমতা পর কোন কার্য্যকারকের ক্ষমতা নাহি হইতে।

খরিদের বায়নার টাকা।

১৫ ধারা। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে জমিদারি নিলাম হইলে যে ব্যক্ত ঐ জমিদারির খরিদার নির্দ্ধারিত হয়, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ অথবা নিলাম শেষ হওনের পর কালেক্টর সাহেব যত শীঘ্র আবশ্যক বোধ করেন তাহার মধ্যে আপন ডাকের সংখ্যার চতুর্থাংশ টাকা নগদ কি বাঙ্গালব্যাঙ্কনোট অথবা অথবা ঐ ব্যাঙ্কের পোষ্ট বিল কিম্বা দাঁড়ামত দস্তখৎ করা কোম্পানির প্রোমিসরি নোট বায়না স্বরূপ দিবেক এবং ঐ বায়নার টাকা না দিলে ঐ জমিদারির তৎক্ষণাৎ নিলামে পরাগিয়া বিক্রয় হইবেক ইতি।

খরিদের অবশিষ্ট টাকা।

১৬ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম যে ক্রেতা যে দিবসে জমিদারী খরিদ করে সেই দিবসের পর ত্রিংশত দিনে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তাহার মতের সমুদয় টাকা ঐ খরিদারের দিতে হইবেক। এবং ঐ দিবসে নিলাম হইয়াথাকে তাহা ঐ ত্রিংশ দিনের এক দিন গণ্য হইবেক। যদি ঐ ত্রিংশত্তম দিবস রবিবার বা অন্য কো

[illegible] হয় তবে [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] যে নিয়ম [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] তাহাদের [illegible]
[illegible] হাতে আমার [illegible]
[illegible] হইয়া [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] থাকিয়াছিল তাহার [illegible]
[illegible]

হইবেক কিন্তু এইরূপে যতবার পুনরী লাম হয় তাহা এই আইনের ৮ ধারার নিরূপিত এক্তেলা ও নিয়মানুসারে করা যাইবেক ইতি।

নীলামের এক্তেলায়পত্র রাইয়তের খাজানা দেওয়া স্থগিতকরণ।

১৭ ধারা। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্বোক্তমতে কোন জমীদারী বিক্রয় হইলে কালেক্টর সাহেব অথবা উক্ত মত ক্ষমতাপন্ন কোন কার্য্যকারক আপন কাছারীতে এবং তৎপরে যত শীঘ্র হইতে পারে যে মুনসেফ ও পোলীসের দারোগার এলাকা বা এলাকা সকলের মধ্যে ঐ জমীদারীর কোন অংশ থাকে তাঁহারদের কাছারিতে এবং ঐ জমীদারীর মালগুজারের কাছারীতে অথবা ঐ জমীদারির মধ্যে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে ঐ জিলার চলিত ভাষায় লেখা এক ইশ্‌তিহারনামা লটকাইয়া দেওয়া যাইবেক ঐ ইশ্‌তিহার নামাতে ঐ জমীদারীর রাইয়ত ও পাট্টাদার প্রজা দিগের প্রতি এই হুকুম হইবেক যে ইশ্‌তিহারের লিখিত তারিখ অবধি এই আইনের পশ্চাৎ লিখিত ২১ ধারার নিরূপিত ইশ্‌তিহারের তারিখ পর্য্যন্ত যে খাজানা দেনা হয় তাহারা তাহা না দেয় এবং ঐ দুই তারিখের মধ্যে তাহারা যত খাজানা দেয় তাহারা যত খাজানা দেয় তাহা জমীদারীর ক্রেতার হিসা

যে তাহারদের নামে জমা হইবেক ইতি।

আপীল।

১৮ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে যে কোন নীলাম হয় তাহার উপর আপীল যদি রাজস্বের কমিসনর সাহেবের নিকটে ১৬ ধারার অনুসারে হিসাব করিয়া নীলামের তারিখ অবধি পঞ্চদশ দিবসে বা তাহার পূর্ব্বে করা যায় অথবা যদ্যপি কমিসনর সাহেবের নিকটে প্রেরণ হওনের নিমিত্ত নীলামের বিষয়ের পর দশম দিবসে বা তাহার পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেবের নিকটে করা যায় তবে রাজস্বের কমিসনর সাহেব ঐ আপীল লইতে পারেন নতুবা লইতে পারেন না এবং এইরূপে আপীল হইলে যদি কমিসনর সাহেব বোধ করেন যে এই আইনানুসারে হওয়া কোন জমাজমীর নীলাম এই আইনের বিধিমতে নির্ব্বাহ হয় নাহি তবে সেই নীলাম রদ করিতে পারেন এবং যদি ভূম্যধিকারির ক্রটি প্রযুক্ত নীলাম হইয়া থাকে তবে খরীদারের ক্ষতি পূরণের নিমিত্ত তাহারদের উপযুক্ত টাকা দিতে ভূম্যধিকারিকে হুকুম দিবেন। ঐ ক্ষতি পূরণের টাকা কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে যে আমানতী টাকা কিম্বা খরীদের অবশিষ্ট টাকা যত কাল পড়িয়া ছিল তাহার উপর গবর্ণমেণ্টের চলিত প্রামিসারি নোটের সুদ জোড়িয়া

অধিক হইবেক না। এবং এইমতাপত্তিকে কমিস্যনর সাহেবের হুকুম চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

গবর্ণমেণ্ট জমীদারী ফিরিয়া দিতে পারেন।

১৯ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল, যে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব যদ্যপি এইমত বোধ করেন যে নীলাম করণেতে অতি কুটিল ব্যবহার বা অন্যায় হইয়াছে তবে আপীলের চূড়ান্ত হুকুম দেওয়া স্থগিত রাখিতে পারেন এবং সেই বিষয় সদর বোর্ড রেবিনিউ সাহেবদিগের জানাইতে পারেন এবং তাঁহারা উপযুক্ত কারণ দেখিলে তথাকার গবর্ণমেণ্টকে নীলাম অন্যথা করিতে পরামর্শ দিতে পারেন এবং তথাকার গবর্ণমেণ্ট এমত গতিকে ঐ নীলাম রহিত করিতে এবং যে নিয়ম তাঁহার যথার্থ উচিত বোধ হয় সেই নিয়মে ঐ জমীদারী মালিককে ফিরিয়া দেয়াইতে পারেন ইতি।

নীলাম যে সময়ে চূড়ান্ত হইবেক তাহা।

২০ ধারা। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে২ সকল নীলামের খরীদের টাকা এই আইনের ১৬ ধারায় নিরূপিত মতে দেওয়া গিয়াছে এবং তাহার উপর আপীলের কোন প্রস্তাব হয় নাই সে সকল নীলাম নীলামের দিবসের পর ত্রিংশত্তম দিবস দুই প্রহরের সময়ে

চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক। ঐ নীলামের দিবস ত্রিংশত্তম দিবসের প্রথম দিবস গণ্য হইবেক। এবং যে নীলামের উপর আপিল হইয়াছে এবং ঐ আপীল কমিস্যনর সাহেবের দ্বারা ডিসমিস হইয়াছে যদি নীলামের দিবসের পর ত্রিশ দিবসের অধিক হইলে তাহা ডিসমিস হয় তবে ঐ ডিসমিসের তারিখ অবধি তাহা চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক এবং যদি ত্রিশ দিবসের কমে ডিসমিস হয় তবে পূর্ব্বোক্ত মতে ত্রিংশত্তম দিবস দুই প্রহরের সময়ে তাহা চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক ইতি।

অধিকারের নিদর্শন।

২১ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন নীলামে চূড়ান্ত এবং সিদ্ধ হইবা মাত্র কালেক্টর সাহেব অথবা কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতাপন্ন অন্য কোন কার্য্যকারক নীচের লিখিত পাঠানুসারে ক্রেতাকে অধিকারের সার্টিফিকেট অর্থাৎ নিদর্শন পত্র দিবেন।

আমি অমুক জ্ঞাপন করি যে অমুক ব্যক্তি ১৮৪১ সালের ১২ আইন ক্রমে অমুক মহাল নীলামে খরীদ করিয়াছে এবং তাহার খরীদ অমুক মাসের অমুক তারিখ অবধি অর্থাৎ নীলামের দিবস এবং তাহার পর অবধি আমলে আসিবেক।

অমুক কালেক্টর।

এবং ঐ নির্দ্দিষ্ট তারিখ অবধি নিদর্শন পত্রের লিখিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের বিক্রয় হওয়া জমীদারীতে অধিকার হইয়াছে ইহার প্রচুর প্রমাণ সকল আদালতে উক্ত নিদর্শন পত্র জ্ঞান হইবে। এবং কালেক্টর সাহেব ঐ জমীদারী খারিজ দাখিল হওনের কার্য্য এক লিখিত ইশতিহারের দ্বারা আপনার কাছারীতে এবং যে মুনসেফ দারোগার এলাকার মধ্যে বিক্রয় হওয়া জমীদারির মালগুজারের কাছারীতে অথবা জমীদারীতে সকল লোকের দৃষ্টি গোচর কোন স্থানে প্রকাশ করিবেন। এবং নীলামের দিবসে যে সকল টাকা বাকী ছিল তাহা খরীদের টাকা লইয়া পরিশোধ করিবেন অথবা যদি পুনর্নীলামের দ্বারা ঐ নীলাম শেষে সম্পন্ন হয় তবে প্রথম নীলামের দিবসে যে টাকা বাকী ছিল তাহা পরিশোধ করিবেন। ঋণ গ্রস্ত ঐ জমার সরকারী হিসাবে ঐ মহালের নামে যে সকল পাওনা লেখা থাকে তাহা পরিশোধ করিবেন। যদি কিছু টাকা অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা বিক্রীত জমিদারির রেজিষ্টরী হওয়া সাবেক মালিকের কি মালিকেরদের নামে আমানৎ রাখিবেন ও তাহারা দাওয়া করিলে তাহার দরখাস্ত দৃষ্টে নীচের লিখিত মতে ঐ টাকা দিবেন।

অর্থাৎ যদ্যপি বিক্রীত জমীদারীর অংশ ভিন্ন রূপে না দেখা গিয়া থাকে তবে তাহারদের দফেয়ারদস্তখৎ করা একই রসীদ দৃষ্টে মোট টাকা সমস্ত ভূম্যধিকারিকে দিবেন। কিন্তু সরকারের সমস্ত বাকী এবং পাওনা পরিশোধ করণের পর যদ্যপি খরীদের টাকার অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা বিক্রয় হওয়া মহালের মালিককে অথবা তাহার প্রতিনিধিকে দেওনের পূর্ব্বে মহাজনেরা অথবা কোন এক মহাজন ঐ মালিকের স্থানে আপনার পাওনা আছে বলিয় তাহার দাওয়া করে প্রিসেপট অর্থাৎ আদালতের হুকুমনামা এবং ঐ কর্জের বিষয়ে আদালতের ডিক্রীজারি করণ ভিন্ন ঐ অবশিষ্ট টাকা ঐ দাওয়াদারকে দেওয়া যাইবেক না এবং ক্রোক করণ পর্য্যন্ত তাহা ঐ ভূম্যধিকারিকে দিতেও টক হইবেক না এবং যদ্যপি ঐ খরিদের অবশিষ্ট টাকা উক্ত ক্রোক গতিকে আদালতের আজ্ঞা ক্রমে ভূম্যধিকারির যথার্থ দেনা পরিশোধের কারণ দেওয়া গিয়া থাকে এবং যদি তাহার পর ঐ নীলাম অন্যথা করণের ডিক্রী হয় তবে এইরূপ দেওয়া টাকা ভূম্যধিকারি যে পর্য্যন্ত সুদসমেত ফিরিয়া না দেয় সেই পর্য্যন্ত সে আপনার ঐ ভূমির দখল পাইবেক না ইতি।

বিনামী খরিদ।

২২ ধারা। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমত সার্টিফিকট প্রাপ্ত খরীদারকে বেদখল করিবার নিমিত্ত যদি এই বাবতে নালিশ করা যায় যে ঐ সার্টিফিকট প্রাপ্ত খরীদার ভিন্ন অন্য ব্যক্তির নিমিত্ত অমানতারী খরিদ হইয়াছিল কিন্তু আপোষের দ্বারা ঐ সার্টিফিকট প্রাপ্ত ব্যক্তির নামে দেওয়া গিয়াছে তবে খরচা সমেত নালিশ ডিসমিস হইবেক ইতি।

নিলাম অন্যথা হওনের এজলা

২৩ ধারা। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কমিসনর সাহেব যদ্যপি নিলাম অসিদ্ধ করেন তবে এই আইনের ২১ ধারায় যেরূপ নিলাম সিদ্ধ ও চূড়ান্ত হওনের সংবাদ দিতে হুকুম আছে সেইরূপ কালেক্টর সাহেব কিউপনের উক্তমত ক্ষমতাপন্ন অন্যকার্য্যকারক অসিদ্ধ হওনের সংবাদ অর্পণ দিবেন। এবং খরিদার যে বায়নার টাকা দাখিল করিয়াছিল ও খরিদের যে অবশিষ্ট টাকা দিয়াছিল তাহা তৎক্ষণাৎ তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক এবং ঐ টাকা দাখিল করণের তারিখ অবধি তাহা ফিরিয়া দেওনের তারিখ করণের তারিখ অবধি তাহা ফিরিয়া দেওনের তারিখ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের চলিত কোম্পানীয় নোটের সুদের হইতে উচ্চ সুদের হারানুসারে তাহাকে সুদ দেওয়া যাইবেক ইতি।

খরিদার ওয়াশিলাতের দায়ি।

২৪ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মালগুজারির বাকী আদায়ের নিমিত্ত নীলাম হওয়া জমীদারী যে ব্যক্তি খরীদ করিয়া মালিকের সর্টিফিকট পাইয়াছে সে ব্যক্তি নীলামের দিনের পর সরকারী মালগুজারীর মালগুজারীর যে সকল কিস্তি দেয়া হয় তাহার দায়ী হইবেক কিম্বা যদ্যপি পুনর্নীলাম হয় তবে প্রথম নীলামের দিবসের পর অবধি মালগুজারির যত কিস্তী দেয়া হয় তাহার দায়ি খরিদার হইবেক ইতি।

দেওয়ানি আদালতে যে যে হেতুতে ও যে নিয়মে নীলাম অন্যথা হইতে পারে তাহার বিশেষ নিয়ম।

২৫ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারি হওনের পর মালগুজারির বাকির নিমিত্ত অথবা অন্য যে কোন দাওয়া কাছারি ন্যায় আদায় হইতে পারে। তাহার নিমিত্তে যে নীলাম হয় তাহা কেবল এই হেতুতে কোন আদালতে অন্যথা হইতে পারে যে এ আইনের বিধির বিরুদ্ধ নীলাম হইয়াছিল এবং যদি সে বিরুদ্ধ কর্ম এই আইনের ১৮ ধারা ক্রমে কমিস্যনর সাহেবের নিকটে করা আপিলেতে বিশেষ রূপে লেখা ও নির্দিষ্ট না হইয়াছিল এবং এই আইনের ২০ ধারায় নির্দিষ্ট প্রকারে যদি নীলাম চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হওয়ানের তারিখ অবধি একবৎসরের

মধ্যে মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত না হয় তবে কোন দেওয়ানী আদালত নীলাম অসিদ্ধ করি তে পারেন না। এবং কোন ব্যক্তি খরীদের টাকা হই তে কিছু টাকা গ্রহণ করিলে পর নীলাম যে আইনী হ ইয়াছে বলিয়া নালিশ করিতে পারিবেক না। এবং আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনের কো ন ভাগের এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে এই আইন ক্রমে হওয়া নিলাম ঘটিত কোন কার্য্যে বা ব্যাপারে যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে অন্যায় গ্রস্ত বোধ করে তবে যে ব্যক্তির কার্য্যেতে অথবা ত্রুটিতে আপনাকে ক্ষতি গ্রস্ত জ্ঞান করে সেই ব্যক্তির নামে ক্ষতি পূরণের দাওয়ায় নালিশ করণের দ্বারা প্রতিকারের চেষ্টা করি তে নিষেধ হইল।

নীলাম অসিদ্ধ হইলে টাকা ফিরিয়া দেওন।

২৬ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন নিজা ম আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রিক্রমে অসিদ্ধ হইলে খরী দের টাকা এবং গবর্ণমেণ্টের চলিত প্রোমিসরি নো টের সুদের হারে উক্ত হদের হারানুসারে সুদ খরিদা রকে সরকার হইতে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

বাকীদার প্রভৃতি হইতে খাজানা বৃদ্ধিকরণ।

২৭ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার এবং বারাণসের ইস্তমরারী জমা ধার্য্য হওয়া জিলার কোন জমীদারীতে মালগুজারী বাকী পড়িলে ঐ বাকী আদায়ের নিমিত্ত এই আইন ক্রমে বিক্রয় হওয়া ঐ জমীদারি যে ব্যক্তি খরিদ করে সে ব্যক্তি বন্দোবস্তের সময়ের পর ঐ জমীদারিতে যে সকল তালুক সংযোগ হওয়া গিয়া থাকে সে সকলের রহিত হইয়া জমিদারী পাইবেক এবং ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১০ ধারায় নির্দ্দিষ্ট এতেলা দিলে পর [illegible] ক্রমে [illegible] বিশিষ্ট রাজ [illegible] জমিদারির মুতাবেক খাজানার প্রমাণের খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারে এবং সমস্ত প্রজাকে উঠাইয়া দিতে পারে এবং চলিত আইনের মধ্যে ইহার বিরুদ্ধ [illegible] প্রভৃতি বাধক হইবেক না॥

প্রথম। ইহাতে [illegible] বন্দোবস্ত হওনের ১২ বৎসরের আগে পূর্ব্বে যে [illegible] ইস্তমরারী কি মোকররী পাট্টা ক্রমে নিরূপিত খাজানাতে দেওয়া গিয়াছিল তাহা।

দ্বিতীয়। কোম্পানী বন্দোবস্তের সময়ে বর্ত্তমান যে বাস্তু [illegible] এবং [illegible] দেওয়া [illegible]

অথবা হওয়া যাইতে পারে না যে ইঙ্গরেজি ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ১৫ ধারা লিখিত হুকুম প্রযুক্ত বেশী খাজনার যোগ্য সে পাট্টা।

তৃতীয়। যে যে খোদকস্তা অথবা কদিমি রাইয়তেরদের নিশ্চিত খাজনায় অথবা চলিত আইনের নিশ্চিত বিধানানুসারে যে খাজানা নিরূপণ হইতে পারে এই মত খাজানায় ভোগ দখল করণের অধিকার আছে তাহারদের ভূমি।

চতুর্থ। যে যে ভূমি বসতবাটী বা কারখানা নির্মাণের অথবা খাত করণ পুষ্করিণীর খনন নিমিত্তে কিম্বা বাগান কি পুষ্করিণী অথবা খোদ খামার কি ঈশ্বরের আরাধনার স্থান কি গোরস্থানের নিমিত্ত কি অন্য কারিগরি নিমিত্ত বা অন্য২ এইরূপ উপকারক কার্য্যের নিমিত্ত পুরুষানুক্রমে নিয়মিত কালের পাট্টায় নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে এই পর্য্যন্ত আসিতেছে সেই ভূমি।

পঞ্চম। ভূমির মালেক মালিক নির্দ্দিষ্ট ভূমির যে ইজারা পুরুষানুক্রমে ওয়ারিসী খাজনায় ২০ বৎসরের অনাধিক মিয়াদে লিখিত পাট্টাক্রমে দিয়াছিলেন এবং তাহার তারিখের পর এক মাসের মধ্যে তাহা রেজেষ্টরী হইয়াছিল সেই ইজারা কিন্তু সেই সময় পূর্ণ্য [illegible]

কে ইজারদারেরা কালেকটর সাহেবকে এক লিখিত
একরারনামা দিবেন এবং তাহাতে ঐ ভূমি যে স্থানে আছে
তাহা ও তাহার খাজনা তাহার পরিমাণ ও পাটার
নিয়ম ও ইজারদারের নাম লেখা থাকিবেক। এবং য
দ্যপি কালেকটর সাহেবের এমত বোধহয় যে ঐ ইজা
রাতে সরকারী রাজস্বের নিতান্ত ক্ষতি হওনের সম্ভাব
না তবে তিনি তাহার বিষয়ে আপত্তি করিতে পারেন
এবং কালেকটর সাহেব ইজারদারের স্থানে সেইরূপ
একরারনামা পাওনের তারিখের পর তিন মাসের মধ্যে ক
মিস্যনর সাহেবের সম্মতি ক্রমে আপনার কাছারিতে
এক ইশতেহার লটকাইয়া যে ইজারার বিষয়ে আপনা
র আপত্তি জানান সেই ইজারা এই প্রকরণের দ্বারা ব
র্জিত হইবেক না। কিন্তু এইরূপ সকল ইজারা লিখিত
ও রীতি মত রেজেষ্টরি হওয়া পাটটা ক্রমে দেওয়া গে
লেও যদ্যপি তাহা পুরুষানুক্রমে ওয়াজিবী খাজনায় দে
ওয়া যায় নাই তবে মালগুজারির বাকী আদায়ের
নিমিত্তে কোন জমিদারির খরিদার আদালতে নালিশ
করিয়া তাহা অন্যথা করিতে পারে ইতি।

অন্য প্রকার পাটাদার

২৮ ধারা ॥ এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ২৭ ধা
রার লিখিত জিলা ভিন্ন অন্য কোন জিলার যে জমীদারি
র মালগুজারি বাকী পড়িয়াছে তাহা আদায়ের নিমি
ত্তে এই আইন ক্রমে সেই জমিদারি বিক্রয় হইলে তা
হার খরিদার বন্দোবস্তের সময়ের পর যে সকল আ
দায় তাহাতে সংযোগ হইয়া থাকে তাহা রহিত হই
য়া সেই জমিদারি পাইবেক এবং প্রথমত যে ব্যক্তি ব
ন্দোবস্ত করিয়াছে তাহার স্থলাভিষিক্ত বা লিখনাদি
দ্বারা তৎ স্বত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিরা কিম্বা তাহার পূর্বোক্ত
লোক যেং নিদর্শন পত্রাদি দিয়াছে তাহা এবং সেই ব
ন্দোবস্তের পরে সেই প্রথম বন্দোবস্তকারি কিম্বা তা
হার স্থলাভিষিক্ত লোক প্রভৃতি ইত্যাদিরদিগকে যে যে
পাটটা দিয়া থাকে কিম্বা বন্ধক রাখিয়া থাকে তাহা
এবং বন্দোবস্তকারি আপন ভূমির বন্দোবস্তের নিয়
মানুসারে যেং পাটটা ইত্যাদি রদ কি মতান্তর করে
অথবা পুন নুতন করিয়া দিতে পারিত তাহা ঐ খরিদা
র রহিত রোয়দ করিতে পারিবেক কিন্তু বসত বাটী
এবং তৎ সম্পর্কীয় কারখানে অন্য গৃহ কিম্বা বাগান
অথবা পুষ্করিণী কি খোদা খাদ কিম্বা জলের নালা ই
ত্যাদির নিমিত্তে জমি যে যে পাটটা হইয়া থাকে
তাবৎ কোন [illegible] ঐ [illegible] কার্য্যে আইনে যে তাহা

র নিদ্ধারিত খাজনা দেওয়া যায় তাবৎ কাল কখন সেইহ পাট্টা রদ করিতে পারিবেক না কিন্তু এই আইনের তাৎপর্য্য এমত নহে যে যাহারা ভূমি নিলামে খরিদ করে তাহারা যে পাট্টা পায়েন পাট্টা বন্দোবস্ত উক্ত মতে রহিত হয় সেই পাট্টাদার [illegible] স্থানে পূর্ব্বের মালগুজারি যে খাজনা লইতে পারেন্ত তাহারদের স্থানে তাহার বেশি লইতে পারে কিন্তু যদি ইহা বোধ হয় যে বিশেষ অনুগ্রহ পুরস্কার কিম্বা কোন দাতব্য ইত্যাদি পূর্ব্ব পক্ষের মালগুজারেরা পূর্ব্বের নির্দ্ধারিত জমার কিছু কম দেওয়াতে পাট্টাদারেরা পুরানা রেওয়াজি জমা হইতে কম জমায় পাট্টা দস্তুরামে ভূমি ভোগ করে কিম্বা এমত প্রমাণ হয় যে ঐ ভূমির অন্য কিসমতের মধ্যগত হয় তথাকার যে দস্তুর থাকে তদনুসারে সেই পাট্টাদারেরা তাদিগের স্থানে সরকারের আইনের অবিরোধে কিছু বেশী কিম্বা আর কিছু তলব করা যাইতে তবে বেশী জমা লইতে পারিবেক ইতি।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বের সকল পাট্টা বজায় রাখিতে পারেন।

২৯ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যখন উপর্যুক্ত সুবোল মালগুজারীর খা

আদায়ের নিমিত্তে ভূমি নীলামের পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ ভূমির তৎকালের অধিকারী কিম্বা তাহার পিতা পিতামহ ইত্যাদিরা অথবা তাহার পূর্ব্ববর্ত্ত লোকেরা সেই ভূমি সম্পর্কীয় যে পাট্টা কিম্বা হস্তান্তর করণের পত্র দিয়া থাকে কিম্বা ঐ ভূমিতে আর যে কোন দায় সংযোগ করিয়া থাকে সে সমস্ত কিম্বা তাহার মধ্যে যাহা গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত বুঝেন তাহার হাল রাখনের হুকুম করেন সেই ভূমির লাট নীলাম করণের সময়ে কালেক্টর সাহেব সেই সেই নিয়মের কথা সকল লোককে জানাইবেন এবং যাবৎ গবর্ণমেণ্ট ঐ ভূমির বিষয়ে আর (২) হুকুম না দেন তাবৎ ও প্রবল করাইবেন কিন্তু এই প্রকার নিয়ম যুক্ত ভূমি নীলাম করণেতে যে টাকা পাওয়া যায় তাহা যদি ঐ বাকেয়া তারিখ পর্য্যন্ত ঐ ভূমির জমার খাজানা বাকী যত টাকা বাকী হয় কিম্বা সেই ভূমিতে অন্য যে দেনা থাকিলে উদ্ধার করণে তাহার দায়ী গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে হইতে পারিবেক এমত বোধ হয় তবে শ্রীযুত গবর্ণমেণ্ট নিয়ম যুক্ত ভূমির নীলাম এই আইনের ২০ ধারার বিধানমতে চূড়ান্ত রূপে নিষ্পন্ন হইবেক পূর্ব্বে

কোন সময়ে ঐ নীলাম রদকরিতে এবং এই আইনের ২৭ ধারার ১। ২। ৩। ৪। ৫। প্রকরণের নির্দিষ্ট বর্জিত বিষয়ে নিয়মব্যতিরিক্ত অন্য প্রকার নিয়ম চালাইয়া পুনর্ব্বার নীলাম করিতে হুকুম দিতে পারেন এবং যদি নীলাম চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হওনের পরে ঐ পূর্ব্বোক্ত নিয়ম যুক্ত নীলাম করা তাবৎ মালগুজারির বাকীর নিমিত্তে পুনর্ব্বার নীলাম করণের প্রয়োজন হয় তবে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সর্ব্বদা হুকুম দিতে পারেন যে এই আইনের ২৭ ধারায় ১। ২। ৩। ৪। ৫ প্রকরণের নির্দিষ্ট বর্জিত করিয়া কিম্বা পূর্ব্বোক্ত নিয়মযুক্ত করিয়া সেই মহালের নীলাম করা যায়। এই দুই প্রকারের প্রথম প্রকার হইলে যদি নিয়মবর্জিত নীলামেতে যে মূল্য পাওয়া যায় তাহা যদি নিয়মযুক্ত নিলামেতে পাওনা মূল্যের টাকা হইতে অনেক অধিক হয় তবে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ঐ অধিক টাকার কোন অংশ কিম্বা তাহা সমুদয় প্রথম নীলামেতে যাহারদিগের উপস্বত্ব লোপ করা গিয়াও দ্বিতীয় নীলামেতে রহিত হইল সেই লোকেরদিগকে দিতে আজ্ঞা করিতে পারেন ইতি॥

রেজিষ্টরী হওয়া না রেজেষ্টরী না হওয়া শরীক বা তৎসংবিভাগির দ্বারা জমাদারীর জমা হওনের।

৩০ ধারা। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে জমাদারী

সালের ৩৯ আইনের ৩৩ এবং ৩৪ ধারাক্রমে আপনার দের অংশ নীলাম হইতে রক্ষা করিয়াছে এমত অংশি ভিন্ন যদি কোন রেজেষ্টরী হওয়া বা রেজিষ্টরী না হওয়া ভূম্যধিকারী অথবা শরীক যে জমীদারীর মালিক অথবা বিনামে খরীদ করেন অথবা এই আইনক্রমে বাকীর নিমিত্ত ঐ জমীদারী নীলাম হওনের পর পুনর্ব্বার খরীদের পুনর্ব্বার খরীদের দ্বারা অথবা অন্য প্রকারে তাহার পুনর্ব্বার দখল পান সেই ভূম্যধিকারী এবং জমীদারীর উপর যে বাকী পড়িয়াছে যে বাকী পড়িয়াছে বা যে দাওয়া হইয়াছে তাহা ছাড়া অন্য বাকী অথবা দাওয়ার নিমিত্ত সেই জমীদার নীলাম হওনে তাহার খরীদার ঐ খরীদের দ্বারা নীলামের সময়ে জমীদারীর উপর যে সকল দায় সংশ্লেষ ছিল সেই দায় সমেত তাহা পাইবেন [illegible] নিয়মের সময়ে রাইয়ৎ এবং পাট্টাদার প্রজাদিগের উপর উক্ত জমীদারীর সংবেক্ষ মালিকের যে স্বত্ব ছিল না তিনি এমত স্বত্ব ছিল না তিনি এমত স্বত্ব পাইবেন না ইতি।

বাকী খাজনা।

৩১ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে নীলামের তারিখে আপন রাইয়তের স্থানে বাকীদারের যে সকল বাকী খাজনা পাওনা থাকে তাহা নীলামের পূর্ব্বে [illegible] যে কোন রীতিক্রমে নীলামের পর তিনি আদায়

করিতে পারিবেন কেবল ক্রোক করিতে পারেন না ইতি।

আদালিতের অবজ্ঞা।

৩২ ধারা। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোন কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা প্রাপ্ত কোনকার্য্যকারক খোলা কাছারীতে অথবা যেদপ্তরের কোন সময়ে কার্য্য করেন তাহাকে আপনার সাক্ষাৎ করা কোন অবজ্ঞার ২০০ দুই শত টাকার অনধিক পর্য্যন্ত জরীমানা করিতে পারেন এবং যদি তাহা না দেওয়া যায় তবে তাহার পরিবর্ত্তের এক মাসের অনধিককাল দেওয়ানী জেলখানায় অপরাধিকে কয়েদ করিতেপারেন এবং পূর্ব্বোক্তমতে কালেক্টর সাহেব যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে ... পাঠান তিনি ঐ দণ্ডের হুকুম জারি করিবেন ... ক্রমাক্রমে যে হুকুম হয় তাহার আপিল রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের সমীপে হইতে পারে এবং তাহার করা নিস্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

টাকা দেওনের ত্রুটি।

৩৩ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ১৫ ধারার যেবায়না কাগজের দ্বারা তাকশিদ করায়েতে হয় সেই বায়না না দেওয়া আদালতের অবজ্ঞা গণ্য হইবেক ইতি।

এই আইন যেখানে চলন হইবেক।

৩৪ ধারা। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গালা

দেণ্ডস্ত্ ফোর্ট উলিয়মের উত্তর রাজধানীরগবর্ণমেণ্টে
র অধীনে বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যা এবং বারাণসে
র যে দেশ এক্ষণে সাধারণ আইনেরঅধীন আছে এবং
দত্তও জয়করা যে দেশ সেই রূপে সাধারণ আইনের কা
র্য্য হইবেক এবং এই আইনের লিখিত কোন বিধি গ
হর কলিকাতা অথবা সিঙ্গাপুর বা পিনাঙ্গ কি মাঙ্গাক্কা
র বসতির ভূমির সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।

যে তারিখ অবধি চলিবেক।

৩৯ ধারা। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪২
সালের ১ জানুয়ারি তারিখে এবং তাহার পর এই আ
ইনের কার্য্য আরম্ভ হইবেক ইতি।

জমিদারি মত্তালক চাসি প্রজার খাজনা।

দাখিলাতে ইষ্ট্যাম্প নিষেধ।

১৮২৯ সালের ১০ আইনের ৪৫প্রকরণের বর্জনীয় অং
শের নিষেধ প্রজার রসিদায় ইষ্ট্যাম্প বর্জিত হইয়াছে

অন্যপ্রকার দেনা পাওনার

রসিদের ইষ্ট্যাম্প।

ইজারা ভূমি ও পত্তনি ভূমির খাজানার দাখিলা ও
কোন বিষয়ে নগদ টাকা জমা করিয়া লওয়াজ্ঞে দে
ওয়ার নিশান পত্র অর্থাৎ রাসিদ।

১৮২৯ সালের ১০ আইনের ৪৫ প্রকরণেপাওু টাকা জাবিষয়ে রসিদ দিবার ইষ্টাম্প।

যাহার উপর	যে পর্য্যন্ত	ইষ্ট্যাম্প মূল্য
৫০ টাকা পর্য্যন্ত ইষ্টাম্প নাই		
১০০	১০	৵১০
১০০	২০০	।০
২০০	৫০০	।৷০
৫০০	১০১০	৸০
১০০০	২০০০	১
২০০০	৩০০০	১৷৷৹
৩০০০	৫০০০	২
৫০০০	৮০০০	২৷৷০
৮০০০ উপর যত হয়		৪

॥ ইজারদার ও কট কবীদার ও তালুকদার মফস্বলে যে হউক দাখিলা রসিদাদ্যে এই আইন খাটে।

কোবালা ও দান পত্রাদির ইষ্টাম্প।

১৮২৯ সালের ১০ আইনের অনুমতি ক্রমে স্থাবর অস্থাবর বস্তুর বিক্রয়ও দানপত্র ও হেবানামা অর্থাৎ একের স্বত্বত্যাগে অন্যের স্বত্বহয় এরূপ লেখা পড়া যেমত ইষ্ট্যাম্পে লিখিতে হইবেক স্থাবর অস্থাবর বস্তু হস্তান্তর স্বরূপ বিষয়ে বস্তুর উচিত কিম্মতের প্রতি ভা ষুন হইবেক।

যাহার	উপর	যতমূল্যইষ্টাম্প
১	৫০	॥০
৫০	১০০	১
১০০	২০০	২
২০০	৫০০	৪
৫০০	১০০০	৮
১০০০	২০০০	১২
২০০০	৩০০০	১৬
৩০০০	৫০০০	২০
৫০০০	৮০০০	৩২
৮০০০	১২০০০	৪০
১২০০০	২০০০০	৫০
২০০০০	৩০০০০	৬৪
৩০০০০	৫০০০০	৮০
৫০০০০	১০০০০০	১০০
১০০০০০	২০০০০০	৫১০

পাট্টা ও কবুলতির ইষ্টাম্প।

১৮২৯ সালের ১০ আইনানুসারে ইজারা বন্দবস্তের কবুলতির প্রতিফল পাট্টা।

যাহার উপর	যত সংখ্যা পর্য্যন্ত।	১ সন। মেয়াদে।	অধিক মেয়াদে
১	১১	ইষ্টাম্প আবশ্যক হয়েনা।	
১২	২৪		

২৫	৫০	॥০	৸০
৫০	১০০	৸০	১
১০০	২০০	২	২
২০০	৫০০	২	৪।
৫০০	১০০০	৪	৮
১০০০	২০০০	৮	১২
২০০০	৪০০০	১২	১৬
৪০০০	৬০০০	১৬	২০
৬০০০	১০০০০	২০	৩২
১০০০০	৫০০০০	৩২	৬৪
৫০০০০ টাকার উপর যত হয়		৬৪	৮০

হাসিল প্রজার কবুলতি ও পাট্টার ইষ্টাম্পের অনুমতিনাই

তমঃসুকের ইষ্টাম্প।

সন ১৮২৯ সাল ১০ আইন।

একবৎসরের অধিক মেয়াদে তমঃসুক লিখবার

ইষ্টাম্প যাহার উপর	যে পর্য্যন্ত	ইষ্টাম্প
১	২৫	।৵০
২৫	৫০	।০
৫০	১০০	॥০
১০০	২০০	১
২০০	৩০০	২
৩০০	৫০০	৪

	১০০০	৬
৫০০	২০০০	১০
১০০০	৩০০০	১৬
২০০০	৫০০০	২০
৩০০০	১০০০০	৩২
৫০০০	২০০০০	৪০
১০০০০	৫০০০০	৬৪
২০০০০	৭৫০০০	৮০
৫০০০০	১০০০০০	৯৬
৭৫০০০	১৫০০০০	১০০
১০০০০০	২০০০০০	১২০
১৫০০০০০		

দুইলক্ষের উপর প্রত্যেক লক্ষেতে ১০০ একশত করিয়া বেশি হইবেক ।

নালিশি আরজীর ।

১৮২৯ সাল ১০ আইন

যাহার উপর	যে পর্য্যন্ত	মূল্য
১	১৬	৷৵
১৬	৩২	২
৩২	৬৪	৪
৬৪	১২৫	৮
১৫০	৩০০	১৬
৩০০	৮০০	৩২

২

৮৲৷৷	১৬৷৷	৫৲
২৬৷৷	৩৷৷	১৷৷
৩৷৷৷	৫৷৷৷	১৫৲
১৭৫৷৷	১৫৷৷৷	৩৫৲
১৫৷৷৷	২৫৷৷৷	৫৷৷
২৫৷৷৷	৫৷৷৷৷	৭৷৷
৫৷৷৷৷	১৷৷৷৷৷	১৷৷৷
১৷৷৷৷৷	একলক্ষের উপর যত হয়	২৷৷৷

যদি মোকদ্দমা তজবিজ না হইতে কেবল আরজী দাখিলের পত্র এবং সওয়াল জওয়াবপর্য্যন্ত হইতে অর্থাৎ করকারি হওনের পূর্ব্বে কোন হেতু কিম্বা যোগে নিষ্পত্তি হইলে এতাবতা তজবিজে পৌহুছনের পূর্ব্বে নিষ্পত্তি হয় তবে ফরিয়াদী আরজীর ইষ্টাম্পের জন্যে আদালতের সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিলে সার্টিফিকট পাইবে ঐ সার্টিফিকট কালেক্টর সাহেবের নিকটে দাখিল করণে মূল্য ফিরিয়া পাইবেক ইতি ।